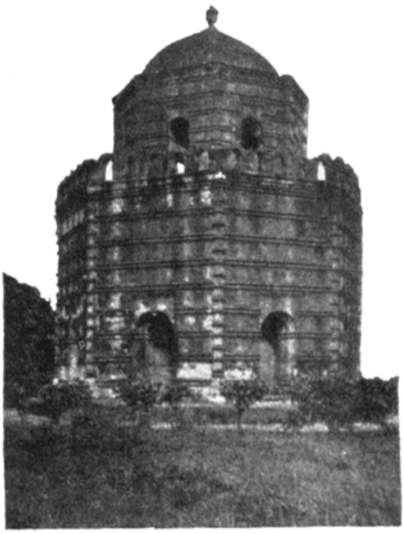

জব চার্ণকের সমাধি মন্দির
কলিকাতা সেণ্টজন্ চার্চ্চ প্রাঙ্গণে অবস্থিত,

তাঁহারা প্রজ্জ্বলিত চিতায় প্রাণ দিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম দিন ৩ জন, দ্বিতীয় দিন ১৫ জন, এবং তৃতীয় দিন ১৯ জন স্ত্রী অনুমৃতা হয়েন। মধ্যে ১৬ বৎসরহইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত রমণী বিদ্যমান ছিলেন। ইহাঁদের প্রথম তিন স্ত্রী ব্রাহ্মণের সংসারে বাস করিতেন এবং অন্য গুলির মধ্যে অনেকে এমনও ছিলে যে একমাত্র বিবাহের দিন ব্যতীত স্বামীর দর্শন লাভ তাঁহারা কখনও করেন নাই। ইহার মধ্যে এক পরিবারস্থ চারিটী সহোদরা ভগ্নীকেই তিনি বিবাহ করেন; তাঁহাদের মধ্যে দুই জন, স্বামীর সহিত সহমৃতা হয়েন।

ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ বহু সতীদাহের করুণ কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। সময়ে সময়ে এক সঙ্গে এত স্ত্রী সহমৃতা হইতেন যে ২০ বা ২৪ হাত প্রশস্ত চিতাতেও স্থান সঙ্কুলান হইত না। ১৮১২ অব্দে চুনাখালি গ্রামে এইরূপ একটী সতীদাহ সম্পন্ন হয় তাহাতে ১৩ জন রমণী এক সঙ্গে চিতারোহন করেন। ঐ বৎসর শ্রীরামপুর হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী সুখচর নামক স্থানে ১৮ জন স্ত্রী এক সঙ্গে সহমৃতা হয়েন।

সহমরণ আরও বীভৎস আকার ধারণ করিত যখন এক উদ্যমে দগ্ধ না হইলে পুনঃপুনঃ আয়োজন করিয়া একই সতীকে পুড়াইয়া মারা হইত। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে *;—

সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী ট্যাভেনিয়র বলেন—"১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে ডচ্‌দিগের অধিকৃত গোয়ার সন্নিহিত ভেনজিরিয়া নামক স্থানে একটী পৌত্তলিকের মৃত্যু হইলে তাঁহার অপুত্রক পত্নী সহমৃতা হইবার নিমিত্ত গোয়ার গবর্ণরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া চিতা সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যথাবিহিত শাস্ত্রাচার সম্পন্ন করিয়া চিতারোহন করিলেন। এই সময়ে মুষলধারে বারিবর্ষন

* Vide Tavenier's Travels in India Vol. I p. 219.

হওয়ায় সতী কেবল অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াছিলেন মাত্র, তিনি তদবস্থায় চিতা হইতে উঠিয়া একটী আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় লয়েন। এখানে কয়েকজন ওলন্দাজ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পান। তাঁহারা দেখিতেপান যে চিতানলে দগ্ধ হইয়া বিধবার মূর্ত্তি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। গাত্রের চর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে ও মুখের মাংস খসিয়া গিয়াছে। যাহাহোক ইহার দুই দিন পরে এই রমণী আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় চিতাসজ্জা করতঃ আত্মনাশ করেন।

ম্যাসি নামক আর একজন ইংরাজ উত্তর ভারতবর্ষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট এইরূপ আর একটী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন,*—অভাগিনী ব্রাহ্মণী প্রথমে স্বইচ্ছায় স্বামীর অস্থির সহিত চিতারোহণ করে, কিন্তু যখন চিতানল ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল তখন সে অগ্নির দারুণ উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া চিতাত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিল। এই সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাকে সন্নিহিত নদীর জলে লইয়া যাইয়া তাহার গাত্রের অগ্নি নিবাইয়া দেন। ঐ নারী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া চিতা সজ্জার দোষ কীর্ত্তন করিয়া উত্তমরূপে চিতা সাজাইয়া দিবার জন্য আত্মীয় গণকে বলায় তাহারা ঐরূপ করিতে অস্বীকার করে, এবং তাহাকে ঐ প্রজ্জ্বলিত চিতাতেই পুনরারোহণ করিতে বলে। ইহাতে ঐ নারী অসম্মত হইলে, তাহারা তাহাকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে চাপিয়া ধরে; কিন্তু তখন চিতানল প্রবলরূপে প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় কেহই চিতার নিকট রহিয়া বাঁশ ধরিয়া থাকিতে সক্ষম না হওয়ায় বড় বড় কাঠের কুঁদো বেগে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা ঐ হত-ভাগিনীকে অচৈতন্য করিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু সে তাহাতেও না

* Vide Continental India Vol. VI p. 175 by J. W. Massei. M. R. T. A,

মরিয়া বা অচৈতন্য না হইয়া পুনরায় চিতা ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় এবং নদীতে যাইয়া পড়ে। এক্ষণে তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে চেষ্টা করে, কিন্তু এই সময়ে একজন সাহেব আসিয়া তাহাকে তাহার আত্মীয়গণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু সে যে ভাবে পুড়িয়াছিল তাহাতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সমস্ত দেহ পুড়িয়া সাদা হইয়া গিয়াছিল, তাহার পদদ্বয়, উরু, বাহু, ও পৃষ্ঠদেশ পুড়িয়া ক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তাহার স্তনদ্বয় ভস্ম হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল ও অঙ্গুলি গুলি দগ্ধ হইয়া হাতের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে একখানি বস্ত্র মাত্র দিয়া তদবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, তথায় সে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গিয়াছিল"।

যাহা হউক সহমরণ সঙ্কল্পে সতীর দার্ঢ্য প্রমাণিত হইলে চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইত, ও দলে দলে নর নারী আসিয়া সতীদাহ ক্ষেত্রে মিলিত হইত, সময়ে সময়ে এই ব্যাপারে অসম্ভব জনতা দৃষ্ট হইত।

শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী পতির মৃত্যুতেও সহমরণে কৃতসঙ্কল্পা রমণী বিধবা বলিয়া গণ্য হইতেন না, সুতরাং তিনি সধবার ন্যায় বেশ ভূষা করিয়া, সিন্দুরে আরক্ত কপোল হইয়া, যান বাহনে, ক্বচিৎ পদব্রজে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া শ্মশানাভিমুখে পতির শবানুবর্ত্তিনী হইয়া যাত্রা করিতেন। প্রায়শঃ পুণ্যতোয়া সুরধুনীতীর বা দুইটি নদীর সঙ্গমস্থল সতীদাহের প্রশস্ত ক্ষেত্র বিবেচিত হইত, অন্যথা যে কোনও নদী, সরোবর বা পুষ্করিণী তটে ইহা সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দেশে কোনও কোনও বংশে গৃহপ্রাঙ্গনেও উক্ত কার্য্য সমাধা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

সতীদাহ ক্ষেত্র

আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া মৃতপতিসহ সতী শ্মশানে উপস্থিত হইলে

সমবেত জনতা হরিধ্বনি করিত এবং সতীর জয় নাদে দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিত; আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁশির শব্দে, হুলুধ্বনি ও শঙ্খ রবে জল, স্থল, ব্যোম কাঁপিয়া উঠিত। সেই ঢাক ঢোলের বাদ্যে কেমন একটা অভিনব রেশ থাকিত, দূর হইতে তাহা শ্রবণে পশিলেই সতীদাহ হইতেছে বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। * কোনও কোনও স্থলে কেবল কাঁশর বাজাইয়া সতীদাহ সম্পন্ন হইতেও ইতিহাসে দেখা যায়। †

বাদ্যধ্বনি

এযাবৎ যাহা বর্ণিত হইল তাহা প্রায় সকল দেশেই একইরূপ ছিল, কিন্তু ইহার পর হইতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহমরণের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ পরিদৃষ্ট হইত।

রাজপুত জাতির মধ্যে মৃত স্বামীর সহিত স্ত্রীর জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত হওয়াই প্রথা ছিল। স্বামী যুদ্ধে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সুবৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে বহু স্ত্রীর আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। বাঙ্গালাদেশেও এইরূপ প্রথাই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল। সতী, পতির মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, স্বামী দেবতার ধ্যানে তন্ময় হইয়া স্থিরভাবে পুড়িয়া মরিতেন; কোথাও বা সতী, স্বামীর দেহের বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া অচল অটল ভাবে ভস্মীভূত হইতেন। ‡ ক্বচিৎ কোথাও

রাজপুতনা

---

* সাধারণতঃ ঢোলে ও ঢাকে নিম্নলিখিত বোলটী পুনঃপুন ধ্বনিত হইত—ঘিনাক্-গি-গিনি-ঘিনাক্-গি; ঘি নাক্-গি-গিনি-ঘিনাক্ গি।

† Vide Hicky's Gazettee 24th Nov. 1781. Vol XLIV.

‡ সুবিখ্যাত পরিব্রাজক Tavanier সাহেব তাঁহার Travels in India নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড ২০৯—২২০ পৃষ্ঠায় সতীদাহের এক বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উহাতে এক নূতন বিষয়ের অবতারনা করিয়াছেন। তিনি বলেন তখন বাঙ্গালা দেশে সতীদাহের বহুল প্রচার ছিল, দূর দূরান্তর হইতে এমন কি ১৫।১৬

বাঁশের বা বেতের চেটাদ্বারা সতীকে পতির দেহের ও চিতার সহিত আবদ্ধ করা হইত, কিন্তু সাহিত্য ও ইতিহাসে যে সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে. তন্মধ্যে এরূপ বলপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও ইহাদের সংখ্যাও কম ছিল না।

মহারাষ্ট্র প্রদেশ

মহারাষ্ট্র প্রদেশে স্বামীর মৃতদেহের সহিত চিতারোহনে সতী প্রাণান্ত করিতেন। তবে এই চিতা সাজানর একটু বিশেষত্ব ছিল। চিতার উপর বাঁশ খড় প্রভৃতি দিয়া একটি পর্ণ কুটির নির্ম্মাণ করা হইত ও এই কুটীরাভ্যন্তরে স্বামীর পদদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিয়া সতী স্থিরভাবে বসিয়া রহিতেন ও চিতায় অগ্নি সংযুক্ত হইত। দাক্ষিণাত্যে পর্ণ কুটীরের পরিবর্ত্তে চিতার উপর শামিয়ানা আকারে একটি পর্ণ নির্ম্মিত মঞ্চ নির্ম্মাণ করা হইত ও তাহার উপর

দিনের দুর পথ হইতে গঙ্গায় মৃত দেহ বহন করিয়া আনা হইত ও তথায় সতীদাহ সম্পন্ন হইত। এই দূর পথ পদব্রজে অতিক্রম করিবার কালে সতী চিতাসজ্জার কাষ্ঠ ভিক্ষা করিতে করিতে আসিতেন, তাঁহার উক্তি ;—"Throughout the length of the Ganges and also in all Bengal there is little fuels there, poor women send to beg for wood out of charity to burn themselves" তিনি ঐ পুস্তকের ২১১ পৃষ্ঠায় আরও বলেন যে, "যে সকল হিন্দুললনা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে পারিতেন না তাঁহারা পথিককে জল দান বা অগ্নি দান প্রভৃতি দান-কার্য্যে ও অতিথি সেবায় জীবনপাত করিতেন, তাঁহারা আহার সম্বন্ধে এত কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতেন যে তাহা দেখিয়া আশ্চয্য হইতে হয়। গো, গোবৎস বা মহিষের ভুক্তাবশিষ্ট বা জীর্ণাবশিষ্ট কিছু সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন।"

তিনি মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া সতীর চৈতন্য অপনোদন সম্বন্ধে বলেন যে "যদিও স্থল বিশেষে সতীকে মাদক দ্রব্য সেবন করান হইত বটে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই একমাত্র সতীহইবার প্রবল উত্তেজনাই তাহাকে চিতানলের সমস্ত জ্বালা ভুলাইয়া দিত।"

বোঝা বোঝা শুষ্ক তৃণও কাষ্ঠাদি রক্ষা করা হইত। যখন নিম্নে চিতানল ধূ ধূ জ্বলিয়া সতীদেহ স্পর্শ করিত তখনই চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি এককালে অস্ত্র সাহায্যে ঐ মঞ্চের চতুর্দ্দিকস্থ বংশদণ্ড চারিটি কাটীয়া দিত ও ঐ গুরুভার মঞ্চ সশব্দে প্রবলবেগে চিতার উপর পতিত হইয়া সতীর প্রাণান্ত করিয়া দিত।

গুজরাট

গুজরাটে এবং আগ্রা ও দীল্লি অঞ্চলে নিম্নলিখিতরূপে সতীদাহ সম্পন্ন হইত। কোনও নদী বা জলাশয়ের ধারে দাহ্য পদার্থ ও তৃণ কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত একটি ১২ ফুট চতুষ্কোণ পর্ণ কুটীর নিৰ্ম্মিত হইত ও ইহাকে ঘৃত ও তৈলে সিক্ত করা হইত। ইহার মধ্যে সতী একখণ্ড কাষ্ঠ মস্তকে দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিত হইলে, পুরোহিত কুটীরের মধ্যে যাইয়া এক গাছিরজ্জু দ্বারা সতীকে তন্মধ্যস্থিত একটী খুঁটীর সহিত বাঁধিয়া দিতেন। এই অবস্থায় সতী স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে রক্ষা করিতেন এবং পান চিবাইতেন। এইরূপে উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ হইলে পুরোহিত কুটীর মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেন এবং সতী চিতাতে অগ্নি সংযোগের আদেশ দিতেন। সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী টাভেনিয়ার বলেন যে এ দেশের এই প্রথা ছিল যে সতীদাহের চিতাধোত কালীন সতী অঙ্গস্থ অলঙ্কারাদি ও চিতাস্থিত যাবতীয় ধাতুপদার্থ, যাহা চিতানলে দ্রবীভূত হইয়া তথায় পতিত হইত তৎসমুদয় পুরোহিতগণ গ্রহণ করিতেন।

করমণ্ডল উপকূল

করমণ্ডল উপকূলে ৯।১০ ফুট গভীর এবং ২৫।৩০ ফুট বিস্তৃত চতুষ্কোণ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে চিতা সজ্জিত করা হইত। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে মৃতপতিদেহ ঐ গহ্বর মুখে রাখা হইত। তখন সতী পান চিবাইতে চিবাইতে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া, বাদ্যোদ্দম সহকারে নাচিতে নাচিতে চিতা

সমীপে আসিয়া প্রথমে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতেন। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তিনি পুত্রকন্যাদি স্নেহের সামগ্রীগুলিকে চুম্বন করিতেন। এইরূপে তিনবার পরিক্রম করা হইলে পুরোহিত মৃতদেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন, এবং সতী এই কুণ্ডের উপর পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে পুরোহিতগণ তাঁহাকেও ঐ কুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন। এই করমণ্ডল উপকূলের কোনও কোনও স্থানে সতীকে পতিদেহের সহিত জীবিত সমাহিত করিবার প্রথাও বিদ্যমান ছিল।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার যুগী ও জোলা এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে সতীকে মৃতপতির সহিত সমাহিত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ

সমাহিত সতী

গঙ্গা বা কোনও নদী কি জলাশয়ের তীরে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার তলদেশে একখানি নূতন বস্ত্র বিস্তার করিয়া, তদুপরি মৃতদেহ রক্ষা করা হইত। অতঃপর সতী স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করিয়া সধবার ন্যায় আলতা পরিয়া ও সিন্দুর রঞ্জিত হইয়া, ঐ গর্ত্তটী একবার পরিক্রম পূর্ব্বক মৈ দিয়া ঐ গহ্বরে অবতরণ করিয়া স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে তখন একটী দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইত ও পুরোহিত গর্ত্তের মুখের কাছে বসিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেন। * এই সময়ে মৃতের আত্মীয়গণ হরিধ্বনি করিয়া সাতবার ঐ সমাধি পরিক্রম করিতেন ও প্রত্যেকে কিছু কিছু মিষ্টান্ন, চন্দন কাষ্ঠ, টাকা বা কড়ি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি ঐ সমাধিতে নিক্ষেপ করিতেন। মৃত ব্যক্তির পুত্র বা তদভাবে কোনও নিকটতম আত্মীয় পুষ্পের সহিত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি ঐ সমাধিতে নিক্ষেপ করিতেন; পরে অতি সাবধানে সতীদেহ বেষ্টন করিয়া ঐ সমাধিতে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইত।

* এই সকল জাতির পুরোহিত নাই। তাহাদের বংশের বা জাতির যিনি বয়োঃজ্যেষ্ঠ বা প্রধান তিনিই পৌরহিত্য করিতেন।

ঐ নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকা সতীর স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে অনেকগুলি কোদালির সাহায্যে শীঘ্র শীঘ্র ঐ সমাধি মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া বন্ধ করা হইত ও তদুপরি মৃত্তিকার একটী ক্ষুদ্র স্তূপ করিয়া দেওয়া হইত। এই স্তূপের উপর পুনরায় মিষ্টান্ন ও পঞ্চগব্য রক্ষা করা হইত ও আত্মীয়গণ তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে গমন করিতেন।

বৈষ্ণবগণের মধ্যেও প্রায় পূর্ব্বোক্তরূপেই সতী সমাধি সম্পন্ন হইত। কেবল সমাধির উপরিস্থিত মৃৎস্তূপের উপর তুলসী বৃক্ষ রোপিত হইত।

উড়িষ্যায় সাধারণতঃ একটি গর্ত্তের মধ্যে চিতা সজ্জা করিয়া সতীকে সেই প্রজ্জলিত চিতানলে নিক্ষেপ করিবার প্রথা ছিল। এখানে কোনও রাজার বা বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে যদি তাঁহার প্রধানা স্ত্রী সহমৃতা হইতেন তবে তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণকে এমন কি উপপত্নীগণকে * তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা না করিয়া বলপূর্ব্বক ঐ জলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করা হইত।

উড়িষ্যা

পণ্ডিত পরশুরাম নামক উড়িষ্যার একজন পণ্ডিত এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"উৎকলাধিপতি রাজা গোপীনাথ দেবের মৃত্যুতে তাঁহার প্রধানা মহিষী সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলে ঐরূপ সমস্ত আয়োজন করা হইল ও একটী সুপ্রশস্ত গর্ত্ত-খনন

* উপপত্নীর সহমরণের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। Ward's Hindu Mythology পুস্তকের ১০৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটী ঘটনা এখানে উল্লিখিত হইল—"১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সন্নিহিত খিদিরপুরে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উপপত্নী খিদিরপুরের বাবুদের তাহার সহমরণের উদ্যোগ করিয়া দিতে বলে, ঐরূপ উদ্যোগ শেষ হইলে, কালীঘাটে গঙ্গাতীরে ঐ উপপত্নী হাসিতে হাসিতে তাহার উপপতির সহিত সহমৃতা হয়। প্রাগুক্ত পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠায় আর একটী এইরূপ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

তিনটী সতী মন্দির,—গাজীপুর

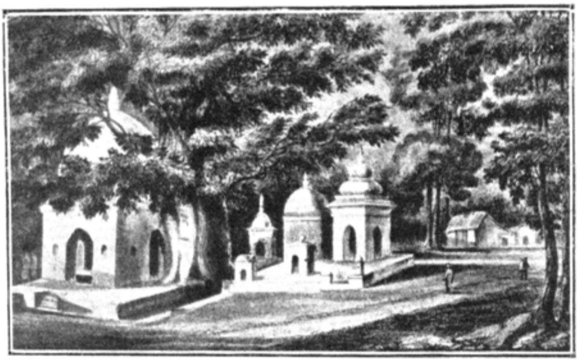

ভবানীমন্দির ও সতীমন্দির, আলোপীবাগ—এলাহাবাদ

বিবি পার্কার অঙ্কিত

করিয়া বহু কাষ্ঠ সজ্জা দ্বারা একটী চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি রাজার দেহ স্থাপিত হইল ও পুনরায় তদুপরি কাষ্ঠ সজ্জিত হইলে চিতাতে অগ্নি সংযোগ করা হইল। চিতানল যখন প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল, তখন প্রধানা রাণী সহাস্য আস্যে ঐ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহার অপর দুই রাণীকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক উক্ত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করা হইল"।

পূর্ব্বোক্ত প্রথা গুলিতে স্বামীর মৃতদেহের সহিত পত্নীর সহমৃতা হইবার বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামীর মৃতদেহের অবর্ত্তমানে, স্বামীর কোনও পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির সহিত স্ত্রীর পূর্ব্বোক্তভাবে অনুমরণের প্রথাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল। কেবল যুগী ও জোলাগণের মধ্যে স্বামীর পাদুকাদির সহিত স্ত্রীর অনুমরণ প্রথা ছিল কিনা তাহা স্থিরনিশ্চয়ে বলা যায় না। কেননা আমরা ইতিহাস আলোচনা করিয়া সেইরূপ কোনও ঘটনার উল্লেখ প্রাপ্ত হই নাই।

বদ্ধমূল বিশ্বাস

সতীদাহ কালে বিপুল উদ্যমে যে বাদ্যধ্বনি হইত, তাহার কারণ অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, অনল ক্লিষ্টা সতীর কাতর আর্ত্তনাদ যাহাতে লোকের কর্ণে প্রবেশ না করে সেই জন্যই ঐরূপ বাদ্যোদ্দমের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাহেব বলেন যে তাহা নহে; সতীর শেষ বাক্য দৈব বাক্য, সুতরাং দৈব বাণীর তুল্য, উহা মনুষ্যের শ্রবণ গোচর হইলে পাছে জগতের কোনও অমঙ্গল হয় এইরূপ আশঙ্কাতেই বাদ্যাদির আয়োজন করা হইত। *

* "A few instrument of music had been provided and they played as usual as she approached the fire; not as is commonly, supposed, inorder to drown screams, but to prevent the last words of the victim from being heard, as these are supposed to be prophetic and might become sources of pain and strife to the

সতীদাহ সম্পর্কীয় এইরূপ বহুতর ধারণা ও সংস্কার সমস্ত জাতির মধ্যে পরিদৃষ্ট হইত। তদানীন্তন দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে একবার সতী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে না হইলে সমস্ত গ্রামের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। *

কোনও রাজ্যে যে বৎসর অত্যাধিক সতীদাহ হইত সে বৎসর সে রাজার ও রাজ্যের অমঙ্গল হইবে বলিয়া লোকের ধারণা জন্মিত; আবার খুব অল্প সংখ্যক সতী হইলেও অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্কৃতি ছিলনা।

চিতানল প্রজ্জলিত হইলে যদি কোনও সতীর হস্ত পদাদি নড়িয়া উঠিত, তবে তাহার পাপ ছিল বুঝিতে হইবে। আর স্থির, ধীরভাবে পুড়িয়া মরিলে সতীর পুণ্য প্রকাশ পাইত। †

সতীর পরিত্যক্ত বস্ত্র, শাঁখা বা তত্ত্যাক্ত সিন্দুরাদি গৃহে রাখিলে গৃহের মঙ্গল সূচিত হইত ও গৃহে অপদেবতার ভয় নিবারিত হইত। অদ্যাপি কোনও কোনও গৃহস্থের বাটীতে কৌটা করিয়া উক্তরূপ ভস্ম শাঁখা, সিন্দুর ও ছিন্ন বস্ত্র রক্ষিত আছে দেখা যায়। সতীর ছড়ান কড়ি রুগ্ন ছেলের গলায় মাদুলীর মত ঝুলাইয়া রাখিলে ব্যাধির শান্তি হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। সতী-সিন্দুর সীমন্তে ধারণ করিলে কুলবধুর "হুড়কা" (পতি সকাশে যাইতে অনিচ্ছা ও ভয়) ব্যাধি নষ্ট হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

প্রায়শঃ নির্ব্বিঘ্নে সতীদাহ সম্পন্ন করিয়া মৃতের আত্মীয়গণ গৃহে

---

living.—Colonel Sleeman Writes in Modern Hinduism by W. J. Wilkins p. 225.

* The Hindoo p. 23.

† The Hindu Mythology p. 107.

প্রত্যাগমন করিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহাতে নানা বিঘ্ন আসিয়াও উপস্থিত হইত। চিতানলের দারুণ যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া কোনও কোনও রমণী চিতা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িত। তখন, কেহবা স্বেচ্ছায় পুনরায় চিতা প্রবেশ করিতেন, কেহবা প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বৃথা আত্মীয় স্বজনের দয়ার প্রার্থী হইতেন, এই কালে সতীদাহ আবার বীভৎস্য নারী হত্যায় পরিণত হইত। সুবিখ্যাত মিসিনরী ওয়ার্ড এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, *—"১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সন্নিহিত মজিলপুর নিবাসী বাঞ্ছারাম মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাহার সহধর্ম্মিণী সহমৃতা হইতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া চিতারোহণ করে। রাত্রি ভীষণ অন্ধকারময়ী, তাহাতে আবার মেঘ ও বৃষ্টিপাতে ইহাকে আরও ভীষণতর করিয়াছিল। যখন চিতাগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল, তখন দাহকারী জনগণ অগ্নি ও বৃষ্টির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে, দূরে এক বৃক্ষ তলে যাইয়া আশ্রয় লইল। ওদিকে নারী, চিতানলের দারুণ যন্ত্রনা সহ্য করিতে না পারিয়া সকলের অলক্ষ্যে চিতা ত্যাগ করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী এক ঝোপে যাইয়া লুকাইয়া রহিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাহার এই আত্মগোপন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, ও সকলে তাহাকে খুজিয়া বাহির করিল। তাহার পুত্র, মাতার এই দুর্ব্ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে শীঘ্র চিতা প্রবেশ করিতে বলিল; কিন্তু ঐ নারী প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাহার পুত্র ও আত্মীয়গণকে বৃথা কত অনুনয় করিল; কিন্তু তাহার অনুনয়ের কোনই ফল হইল না, তাহারা সকলে মিলিয়া তাহাকে

চিতাভ্রষ্ট

---

* Vide Mythology of the Hindoos p p. 166—174. by Charles Coleman Esq. and also Wards Hindoo Mythology vol. II p. 104.

ধরিয়া রজ্জু দিয়া হস্তপদাদি বন্ধন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিল এবং দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইল।"

সুপ্রসিদ্ধ মিঃ পইণ্ডার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে হিন্দু বিধবার সহমরণ সম্বন্ধে যখন বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউসে বক্তৃতা দেন, তখন এইরূপ একটী রোমহর্ষণকর ঘটনার উল্লেখ করেন। * তিনি বলেন,—ছট্টুনামধেয় পাটনার জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে তাহার ১৪ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী হামিদা, তাহার খুল্লতাত শিউলাল প্রভৃতির উদ্যোগে সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যখন চিতানল জ্বলিয়া উঠিল তখন শিউলাল, হামিদাকে তদুপরি উঠাইয়া দিল, কিন্তু চিতার উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় সে চিতা হইতে লাফাইয়া বাহিরে আসিলে, তাহার খুল্লতাত তাহাকে ধরিয়া পুনরায় চিতার উপর ফেলিয়া দিল; কিন্তু এবারও সে তাহা হইতে বাহির হইয়া দারুণ দগ্ধাবস্থায় দৌড়াইয়া সন্নিহিত এক জলাশয় অভিমুখে ধাবিত হইল; তখন শিউলাল প্রভৃতি আর তাহাকে দগ্ধ করিবে না এইরূপ আশ্বাস দিয়া, তাহাকে বাটী ফিরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া তাহাকে একখানি কাপড়ের উপর বসিতে অনুরোধ করিল। ঐ নারী, কিন্তু তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন না করায় তাহারা গঙ্গার শপথ গ্রহণ করিল। তখন ঐ হতভাগিনী তাহাদের শপথে বিশ্বাস করিয়া ঐ বস্ত্রোপরি যাইয়া উপবেশন করিল, কিন্তু সে যেমন ঐ বস্ত্রোপরি যাইয়া উপবেশন করিল, অমনি চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি কাপড়ের চারিটী খুঁট এক করিয়া, ঐ রমণীকে বোচ্‌কা বাঁধা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং সকলে

---

* Vide Mr. Poynder's resolution regarding the burning of widows in India as discussed at India House on the 28 th. March 1827. Also see Good old days of Hon'ble John Company p. 193 by Mr. Carey.

ধরাধরি করিয়া ঐ পোঁটলা বাঁধা রমণীকে প্রজ্জলিত চিতায় নিক্ষেপ করিল। বস্ত্র পুড়িয়া যাইবামাত্র ঐ রমণী পুনরায় পলাইতে চেষ্টা করায় সকলের অনুরোধে একজন মুসলমান, তরোয়ালের এক আঘাতে তাহার সকল যাতনার অবসান করিয়া দিল।"

কোনও কোনও স্থানে চিতার আগুণ দেখিবামাত্র ভয়েই বিধবা প্রাণত্যাগ করিত বা অজ্ঞান হইয়া পড়িত এবং সেই অবস্থাতেই তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত। ইতিহাসে এরূপ ঘটনারও অভাব নাই। এখানে একটীমাত্র উদ্ধৃত হইল। *—"১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর প্রদেশের অন্তর্গত পদ্মপোতা নামক গ্রামে একজন ধনী লোকের মৃত্যুতে তাহার ত্রিশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী সহমৃতা হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, চারিদিকে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। একটী তঞ্জামে মূল্যবান অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত মৃতদেহ জীবন্ত মানুষের মতন বসাইয়া সমবেত জনশঙ্ঘ বহু বাদ্যোদ্দম সহকারে শ্মশানে লইয়া চলিল। পশ্চাতে এক পালকীতে, সতী মৃত স্বামীর অনুগমন করিল। সমস্ত রাস্তা হাসিমুখে পান সুপারী বিলাইয়া ও প্রণত স্ত্রী পুরুষকে আশীর্ব্বাদ করতঃ সতী যখন শ্মশানে উপস্থিত হইল, তখন চিতাসজ্জা প্রভৃতি দর্শন করিয়া সেই সতী যেন কেমন হইয়া গেল; তাহার কম্পিত দেহ, উদাস দৃষ্টি দেখিয়া পুরুষ জ্ঞাতিবৃন্দ তাড়াতাড়ি তাহাকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া লইয়া আসিল এবং অলঙ্কারাদি তাহার দেহ হইতে উন্মোচন না করিয়াই তাহাকে চিতা সমীপে লইয়া গেল। আত্মীয়েরা তাহার হস্তে প্রজ্জলিত শলিতা দিল এবং কয়েকজন লাঠি ও অস্ত্র লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর পুরোহিত, শাস্ত্র সম্মত ক্রিয়াদির পর বিধবাকে

---

* Vide Hindoo. pp 244—94.

চিতারোহণের আদেশ দিলে, তাহার গাত্রের সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচিত হইল এবং চিতা প্রদক্ষিণ করিয়াই সেই রমণী অজ্ঞান হইয়া তথায় পড়িয়া গেল এবং আত্মীয়গণ সেই অবস্থাতেই তাহাকে মৃতের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিল।"

সামাজিক বিধান

কখনও কখনও চিতাভ্রষ্টা হইয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেও সমাজের নিকট দারুণ উপেক্ষিতা হইয়া বিধবার জীবন বিষময় হইয়া পড়িত। হয়ত ভদ্রকুলের কুলবধু হইয়া শেষে নীচ সংসর্গে জীবনপাত করিতে হইত, নয়তো সমাজ হইতে দূরে রহিয়া পরের দয়ায় জীবন রক্ষা করিতে হইত।* এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা রংপুরে এইরূপ একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। † এই ক্ষেত্রে চিতাভ্রষ্টা রমণী একজন মুচি কর্ত্তৃক গৃহিত হইয়াছিল। পরে এই মুচির নিকট হইতে পলায়ন করিয়া সে একজন মুসলমান সহিসের উপপত্নী হইয়াছিল।

বিবি পার্কার ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে এলাহাবাদে দৃষ্ট একটী ঘটনার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;‡—"৭ই নভেম্বর আমাদের বাগানের নিকটবর্ত্তী বাসীন্দা এক বেনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার

---

* এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ইংরাজ বলেন যে, জাতি যাওয়ার কথা অলীক, উহা কেবল শূন্য ভীতি প্রদর্শন মাত্র। সুবিখ্যাত Missionary Rev Ward বলেন,—"This I imagine, must have been an empty threat; as it does not any where appear that I am aware of, that a loss of caste can attach to the relative of a party so doing.

Vide the Hindu Mythology by Ward. vol. II p. 104 "

† Vide Mythology of the Hindoos by C. Coleman. pp. 166—174.

‡ Vide Wanderings of pilgrimage Vol. I. p. 91.

স্ত্রী সতী হইবার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং তড়িৎগতি এই সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বেনে ও অন্যান্য লোক তথায় সমবেত হয়। তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ পাইয়া তাহার বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বিধবাকে বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্তি করিতে চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু উক্ত বিধবা মাথা খুড়িয়া, সাহেবের পায়ে পড়িয়া সহমরণে তাহার দার্ঢ্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। তখন অনন্যগতি হইয়া সাহেব ৪৮ ঘণ্টা পরে তাহার সহমরণের আদেশ দিলেন। ইহার কারণ এই যে, যদি ইতি মধ্যে ক্ষুধার তাড়নায় সে কিছু ভক্ষণ করে তাহা হইলে, শাস্ত্রানুযায়ী তাহার আর সহমৃতা হইবার অধিকার রহিবে না। কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষায় সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল; কাযেই নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে ত্রিবেণী সঙ্গমে উপস্থিত হইল। আমি ও আমার স্বামী ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত শ্মশানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় অন্যূন পাঁচ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল, এবং তখন সতী চিতা পরিক্রম করিয়া হাসিমুখে, স্বামীর গলিত শবের সহিত পরমাহ্লাদে চিতারোহণ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। সতী তখন দৃঢ় ভাবে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া "রাম—রাম—সতী," "রাম—রাম—সতী" বলিতে লাগিল, কিন্তু এই সময়ে অগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ রমণী এক্ষণে চিতা ত্যাগের উদ্যোগ করিল; একজন হিন্দু পুলিশ তাহা দেখিতে পাইয়া তাহার উপর তরবারি উত্তোলন করায় ভয় পাইয়া সে চিতাগ্নি মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ ঐ হিন্দু পুলিশকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করিলেন। রমণী পুনরায় উদ্যোগ করিয়া চিতা হইতে লম্ফ দিয়া গঙ্গায় যাইয়া পড়িল, তথায় তাহার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে রক্ষা করিলেন।

রমণী প্রথমে অনেকখানি জলপান করিয়া সাড়ীর ও গাত্রের অগ্নি নিবাইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পুনরায় চিতারোহণ করিতে প্রস্তুত হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট অগ্রসর হইয়া তাহাকে বাধা দিলেন এবং তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "তোমার নিজের শাস্ত্রই তোমাকে একবার চিতাভ্রষ্ট হইলে পুনরায় চিতা-প্রবেশের অধিকার দেয় নাই ; বিশেষ আমার স্পর্শে তুমি তোমার শাস্ত্রমতে অপবিত্র হইয়াছ সুতরাং এক্ষণে তুমি আর চিতা প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুমি তোমার সমাজ ও জাতিচ্যুত হইয়াছ, কিন্তু আমি তোমার সকল ভার গ্রহণ করিলাম ও আমার কন্যার ন্যায় তোমাকে পালন করিব।" ম্যাজিষ্ট্রেটের এই বাক্যে রমণী চিতাত্যাগে সম্মত হইলে, তাহাকে পাল্কী করিয়া হাসপাতালে পাঠান হইল। সমবেত হিন্দুগণ এই ব্যাপারে উত্তেজিত ও রাগান্বিত হইলেও ধীরভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করিল এবং মুসলমানগণ তামাসা দেখা হইল না মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল।"

আবার কখন কখন পাশ্চাত্য জাতীয়গণের কেহ কেহ বলপূর্ব্বক চিতানল হইতে নারীকে রক্ষা করিয়া, তাহাকে লইয়া পলায়ন করিত। কলিকাতা স্থাপয়িতা * জব চার্ণকের এক সতীকে চিতানল হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিবাহ করা সর্ব্ব জন বিদিত

জব চার্ণকের "সতী" বিবাহ

* জব চার্ণক ইংরাজ পক্ষের কলিকাতার প্রথম স্থাপয়িতা, অন্যথা কালিকোটা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর বহু প্রাচীন গ্রাম। পাশ্চাত্য জাতীয়গণের মধ্যে জব চার্ণকের পূর্ব্বে আর্ম্মেনীয়গণ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কলিকাতার সেণ্ট নাজারেথ আর্ম্মানী গির্জ্জার প্রাঙ্গনস্থিত সমাধি স্তম্ভের খোদিত লিপি গুলি হইতে ইহার বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জে, সেথ একটি স্তম্ভ গাত্রের খোদিত লিপির সম্প্রতি এইরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন,—This is the tomb of Rezadeetah the wife of the late charitable Sooekas, who departed from this world to life eternal on the 21st day Nakha in the year 15 অর্থাৎ ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই।

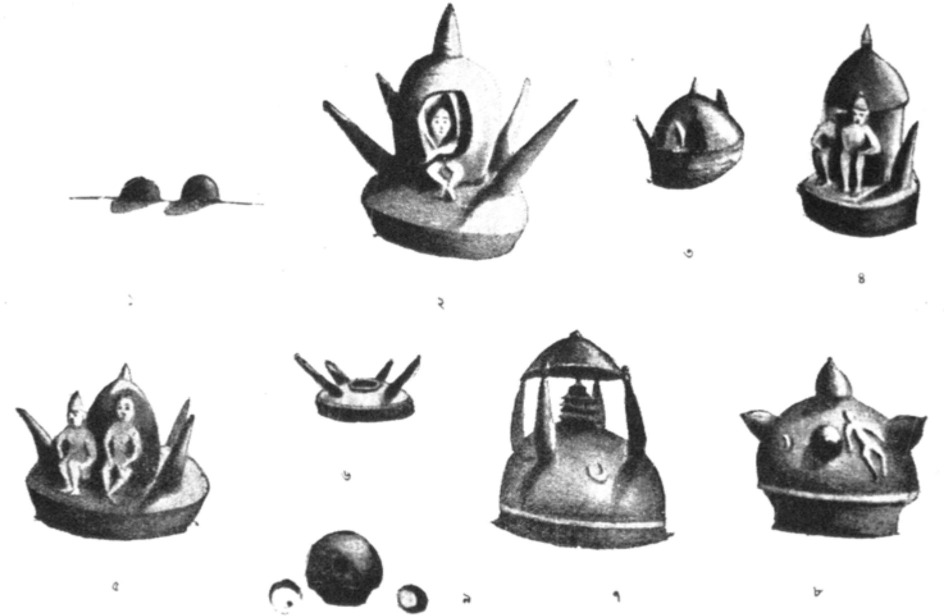

১,—কলসের শীর। ২,—অপেক্ষাকৃত জাঁকাল কলস। ৩,—ছোট কলস। ৪ ও ৫,—এই কলসে স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি বসিয়া চন্দ্রালোকে সুখভোগ করিতেছেন দেখান হইয়াছে। ৬—এ কলসটী নূতন ধরণের ইহার মাথাটী ফাঁক ও চারিটী শৃঙ্গে প্রদীপ দিবার বন্দোবস্ত আছে। ৭,—টুপীওয়ালা কলস। ৮,—ইহাও একটী নূতন ধরণের কলস; ৯,—ঐ কলসের চুড়া। ১০,—ঐ কলসের চুড়া দিবার প্রণালী ও চন্দ্র দেখান হইয়াছে।

ঘটনা। * কথিত আছে এই রমণী পাটনার কোনও অতুল বিভব সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের কন্যা, নাম লীলা।

লীলা কাশীবাসী এক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী পণ্ডিতের বাক্‌দত্তা স্ত্রী ছিল। যে সময়ে ঐ পণ্ডিত আসিয়া লীলার পানিগ্রহণ করিবেন স্থির ছিল, ঠিক সেই সময়ে লীলার ১৫ বৎসর বয়সে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একদিন মধ্যাহ্নে কাশী হইতে ঐ পণ্ডিতের মৃত্যু সংবাদ ও তৎসহ লীলার সহমরণের আদেশ লইয়া এক দূত আসিল। প্রথমে লীলার পিতামাতা প্রভৃতি সকলে, হতভাগিনী কন্যার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহারা মনে বল সঞ্চয় করিয়া কন্যার পারলৌকিক মঙ্গলের কারণ তাঁহার স্বামী প্রেরিত তত্ত্যাক্ত খড়মের সহিত তাহার সহমরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে পাটনার তদানীন্তন কোম্পানীর কুঠির বড় সাহেব জব চার্ণক † ইতিপূর্ব্বে কোনও সময়ে লীলাকে দেখিয়া তাহার রূপে

---

* জব চার্ণকের সম সাময়িক সুবিখ্যাত Mr. Holwel, in his 'Interesting events page 100 part II writes,—"It is correctly said and believed that wife of Mr. Job Charnok was by him snatched from this sacrifice.

Also vide History of the Administration of the East India Company by J. W. Kaye p. 5290. & Early records of British India by Wheeler p. 189. Calcutta past † present p. 10 etc.

† * এখানে সতীদাহ ক্ষেত্র হইতে কোনও বালিকাকে উদ্ধার করিয়া জব চার্ণকের বিবাহ করা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল তাহা Holwell প্রমুখ সমসাময়িক বহু সাহেবের নোট ও ইতিহাস মিলাইয়া লেখা হইল এবং ঐ সম্বন্ধীয় যে বিশদ বিবরণ মুদ্রিত হইল তাহা ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত D. L. Richardson নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত গ্রন্থকারের লেখনি প্রসূত The Orient pearl নামক পুস্তকের বর্ণিত বিবরণ হইতে গৃহীত। কিন্তু জব চার্ণকের এই "সতী" বিবাহ

আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অতি উদার হৃদয় ছিলেন। এত দিন মনের কথা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন এবং লীলার প্রতিমা মনে স্থাপনা করিয়া তাহার ধ্যানে পবিত্র অবিবাহিত জীবন অতিবাহিত

সম্বন্ধে মতান্তর দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন ঐ রমণী ব্রাহ্মণ কন্যা নহে একজন পাটনা বাসিনী কাহার রমণী মাত্র এবং ঐ রমণীকে জব অনেক উপায়ে কুলের বাহির করিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করেন; ঐ রমণীর স্বামী নবাবের নিকট বিচার প্রার্থী হইলে জব তাহাদের অনুশরণকারী সৈন্যগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া পাটনা হইতে পলায়ন করেন। সম্প্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। ১২ই আগষ্ট ১৯১৩ তারিখের Daily News হইতে নিম্নলিখিত অংশটী উদ্ধৃত হইল।

JOB CHARNOCK'S SATI

An Old Myth.

The "Hindu Patriot" writes!—Old myths die hard. In the course of an article on Job Charnock, the founder of Calcutta, the Englishman gives a fresh lease of life to the long exploded fiction that "Charnock married a beautiful Hindu widow whom he had rescued from " Sati." She was no Hindu widow nor was there any rescue from the funeral pyre. She was merely a " Kahar" woman whom Job had picked up at Patna and who eventually eloped with him and became the mother of his children. She sleeps side by side with her long suffering Job in St. John's Churchyard and the seventeenth century monument which protects her remains is about the oldest piece of building to be found in Calcutta. It was the practice of Job to sacrifice a cock at her tomb on the anniversary of her death—a practice upon which Sir William Hunter has founded a surmise that she probably belonged to the sect of Pabelch-pir Kahar who are half Hindu and half Mahomedan.

Regarding Mr. Charnock William Hedges, who was the predecessor of Job Charnock in the post of British Agent

করিতেছিলেন। এক্ষণে পরম্পরায় লীলার এইরূপ লোমহর্ষণ মৃত্যু সম্ভাবনা অবগত হইয়া তাহাকে ঐরূপ ভীষণ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, যখন সকলে শ্মশানে যাইয়া চিতা সজ্জা পূর্ব্বক লীলাকে দাহ করিতে উদ্যোগী, ঠিক সেই সময়ে শত শরীর রক্ষী সেনা লইয়া তিনি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে লীলাকে সবলে উদ্ধার করিয়া * নিজ কুঠিতে লইয়া গেলেন এবং পরে যথা বিহিত নিয়মে

---

at Hughli writes under date, [the last December ~~1682~~ 1682, in his Diary published by the Hakluyt Society]—I was farther informed by this and divers other persons that when Mr. Charnock lived at Patna, upon complaint made to ye Nabob that he kept a Gentoo's wife (her husband being still living or but lately dead) who was run away from her husband and stolen all his mony and jewels to a great value, the said Nabob sent 12 soulders to size Mrs. Charnock; but he escaping (or bribing ye men) they took his Vakeel and kept him 2 months in prison, ye soulders lying all this while at ye factory gate till Mr. Charnock compounded the business for Rs. 3,000 in mony, 5 Pieces of Broad cloth and some sword blades.

* সসৈন্য জব চার্ণক কর্ত্তৃক বল প্রয়োগে লীলাকে চিতা সজ্জা হইতে উদ্ধার করার বিষয় কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীনতম গির্জ্জা St Johns Church এর Pilot Jownsend নামক জবের পার্শ্বচর কোন সৈনিকের সমাধি স্তম্ভের শিলালিপি হইতে জানা যায়। উহাতে অন্যান্য কথার পর উল্লিখিত আছে,—

* * *

"Shoulder to Shoulder Job my boy
Into the crowds like a wedge
Out with your hangers, messmate,
But do not strike with the edge,

তাহাকে আপনার ধর্ম্মপত্নীরূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে তিনটী কন্যার সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা মেরীর চার্লস্ আয়ারের সহিত, মধ্যমা এলিজাবেথের উইলিয়ম বৌলিজের সহিত ও সর্ব্বকনিষ্ঠা ক্যাথারীণের তদানীন্তন কাউন্সিলের বিখ্যাত সভ্য জোনাথান হোয়াইটের সহিত পরিণয় হইয়াছিল। কথিত আছে এই হিন্দু রমণীর চরিত্র প্রভাব জবের জীবনে এতই বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে লীলা স্বয়ং সাহেবী আচার গ্রহণ না করিয়া স্বামীকে হিন্দু আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়াছিল। লীলার পছন্দ মতই জব্ কলিকাতা মহানগরীর প্রথম সূত্রপাত করেন, এবং কলিকাতা স্থাপনার কিছুদিনের মধ্যেই লীলা এখানে জীবন ত্যাগ করেন, ও স্বামী কর্ত্তৃক কলিকাতার সেণ্টজন্ চার্চ্চের সমাধি প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ হন। এই ব্যাপারে একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ লিখিয়াছেন যে "যথারীতি স্ত্রীকে সমাধিস্থ করাই জবের জীবনের একমাত্র খ্রীষ্টানোচিত কার্য্য।" স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পদিন মধ্যেই জব্ প্রাণত্যাগ করিয়া স্ত্রীর পার্শ্বেই সমাহিত হয়েন। তাঁহাদের প্রথমা কন্যা মেরীর স্বামী আয়ার কর্ত্তৃক তাঁহাদের সমাধির উপর "চার্ণক মসোলিয়ম" নামে একটী পারিবারিক সমাধি মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও উহা ঐ স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া লীলা ও জবের স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছে। মধ্যে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সমাধি মন্দির মেরামত কালে ঐ স্থানেই প্রকৃত কলি-

---

Cries Charnock—"scatter the faggots !
Double that Brahmins into two
The tall pale widow is mine,"
Job the little browu girl's for you."

কাতা স্থাপয়িতার শেষ চিহ্ন কিছু আজিও বিদ্যমান আছে কিনা দেখিবার জন্য সেণ্ট জর্জ্জ চার্চ্চের চ্যাপ্‌লেন এচ্, বি, হাইড সাহেবের কর্ত্তৃত্বে ঐ কবর খাত হয়,* ও উহা হইতে কয়েক খণ্ড নর কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হয়, তখন উহা আর না খুঁড়িয়া পুনরায় সযত্নে ঐ স্থানে রক্ষা করা হয়।

এই কালে আর একটী দশ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী বালিকা একদল ইংরাজ কর্ত্তৃক, চিতানল হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বালিকার আত্মীয় স্বজন আর তাহাকে গৃহে লইতে সম্মত না হওয়ায়, ঐ বালিকা মসলিপত্তনের কোন এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পরিবারে স্থান লাভ করিয়াছিল। * ইতিহাস হইতে এইরূপ বহুতর ঘটনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এইরূপে অনেক সময়ে সতীদাহে বিঘ্ন আসিয়াও উপস্থিত হইত, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য ঘটনার তুলনায় নগণ্য বলিলেও হয়।

সতীদাহ সম্পন্ন হইয়া গেলে, সতীদাহ ক্ষেত্রে বা কোনও পবিত্র তীর্থে সতী স্মৃতি রক্ষার্থ কোনও রূপ স্মৃতি-স্তম্ভ বা সতী-মন্দির নির্ম্মাণ করা

"Before the Moghul's war Mr. Charnock went one time his ordinary guards of soldiers to see a young widow act that tragical catostrophee. By force he rescued her and conducted her to his lodging. They lived lovingly many years and had several children."

* "At length she died after he had settled in Calcutta (1790 A. D) but instead of converting her to christanity she made a proselyte to Paganism * * The story was realy true matter of fact."

Early records of British India. by Wheeler. p. 189.

* Vide Calcutta Past and Present p. 10 by K. Balchandra.

* The Hindusthan Review, September 19110 p. 1541.

সতী-স্মৃতি

কোনও কোনও স্থলে প্রথা ছিল। সাধারণতঃ, প্রয়াগ ও ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর যুক্ত ও মুক্ত ত্রিস্রোতের তটে বা কোনও ভবানী মন্দিরের পার্শ্বে বা বারানসীর পূত ধামে অসি ও বরুণার তটে এই সকল স্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইত। স্নাতা হিন্দু নর নারী প্রতিদিন "সতী" "সতী" বলিয়া ঐ মন্দিরের পাদ মূলে জল সিঞ্চন করিতেন। এ গুলি সাধারণতঃ আকারে ক্ষুদ্র ও ইষ্টকে নির্ম্মিত, সুতরাং কালের সর্ব্বধ্বংশী হস্তে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ইহাদের বিলোপ সাধন হইয়াছে; কচিৎ কোথাও দুই চারিটী বিদ্যমান থাকিয়া, ভাবুকের মনে কত ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র অঙ্কে কত অকপট প্রেমের করুণ কাহিনী লুকাইয়া রাখিয়াছে। কেবল যেখানে যেখানে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারে এগুলি নির্ম্মিত বা প্রস্তরে খোদিত হইয়াছিল সেখানেই আজিও কিছু কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অতিকম। এই রূপের একটী সতী মন্দির মুরশিদাবাদে সতী চৌরাস্তার উপর অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। § রাজপুতনার সতীর স্মৃতিতে প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইত। উহাতে ব্রাহ্মণের হইলে বৃষ ও ক্ষত্রিয়ের হইলে অশ্ব অঙ্কিত হইত। এইরূপ দুইখানি ফলক কলিকাতার মিউসিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ঐরূপ সতী মন্দির সকল লুপ্ত হইলেও,

---

§ "Two roads of four which meet a little north of Jagat Seth's house from which the place takes its name have been cut away by the river. Near the junction Stands Suttee Mandir built to commomorate the Hindoo widow who became suttee. The temple is over 200 Years old; the stone door frames & communication slab have been removed and the temple is in disrepair."

Musnad of Murshidabad p 157.

পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র উহা বহুল রূপে বিদ্যমান ছিল। * বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ এদেশে আসিলে ঐগুলিই সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; কেননা তখন নদী দিয়াই দেশদেশান্তরে গমনাগমন চলিত এবং নদীগুলির উভয় তীরই ঐরূপ স্মৃতিস্তম্ভে পূর্ণ ছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণের উক্তির মর্ম্ম এখানে লিখিত হইল। ফ্যানী পার্কাস নামক জনৈক মহিলা, তাঁহার সুবিখ্যাত ভ্রমণপুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "গাজীপুরের পথে এক স্থানে নদীর তটে একটী সুন্দর কারুকার্য্য খচিত মণ্ডপ বা মন্দির দেখিতে পাইলাম। উহার অভ্যন্তরে রামসীতা ও লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং বহির্দ্দেশে বৃহদাকারে সিন্দুর দিয়া হনুমানজীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের অনতিদূরে দুইটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল ও তাহাদের ছায়ায় তিনটি প্রস্তর নির্ম্মিত সতীমন্দির

---

* ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই তারিখের Calcutta Gazettee এ T. M. স্বাক্ষরকারী একজন সাহেব এই সকল ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত "সতী-মন্দির" সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"From the many spots that I have seen raited in with bamboos and brick buildings called Suttee Mandir which are remarkable from being small and open on the four sides, these buildings and the fense of bamboos always denote the fatal spot on which unhappy women have devoted themselves to the flames accompanying their deceased husband."

* Fanney Parks (Me Archer) was the daughter of one of Lord Comberenires Aides. The distingnished lady was wife of Mr. Charles Crawford Parks of the Bengal Civil Service, who died in London in 1854. She came to India first time in 1822, returned to England in 1839 and came back five years latter and left India for good in 1854. She was lover of Nature and habit and wrote the most interesting book "Wanderings of Pilgrimage in search of picturesque during four and twenty years in the East with revealation of life in the Zenana."

প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের আকার আটকোণ মাথায় গম্বুজ ও তদুপরি চূড়াকারে কলস দেওয়া। এই কলসের গঠন ঠিক মুকুটের ন্যায়; মধ্যে ফাঁকা, উহাতে প্রদীপ দেওয়া হয়। মন্দির গুলিও খিলান করিয়া গাঁথা ও মধ্যে ফাঁক্, এখানেও প্রদীপ দেওয়া হয় এবং ইহার মধ্যে দুইটী শিব সংস্থাপিত। আমার পূর্ব্ব দৃষ্ট কলস ও মন্দির হইতে এ গুলির আকার প্রকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ গুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। এবং কলসগুলি প্রস্তরে নির্ম্মিত। এ কয়টীর অপর পার্শ্বে আরও একটী মন্দির দেখিলাম, উহাতে সিকায় করিয়া একটী লোটা টাঙ্গান রহিয়াছে; ঐ লোটায় পূজাদির জন্য পয়সা বা তণ্ডুলাদি সংগৃহীত হয় বলিয়া বোধ হইল। এই লোটার মধ্যে হাত দিয়া দেখিলাম যে একটী মাত্র সুপারী উহাতে রহিয়াছে। এখান হইতে বাহির হইয়া পার্শ্বের ঢিপিতে উঠিলাম, সেখানে যাইয়া দেখিলাম, পার্শ্বের খোলা প্রান্তরে অনেকগুলি ঐরূপ সতী-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। গণনা করিয়া দেখিলাম, উহাদের সংখ্যা ২৮টী। সব গুলিই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ঐগুলির মধ্যে একটী কিছু বড়, কয়েকটী ৬ হইতে ৮ ফুট উচ্চ এবং অধিকাংশই খুব ছোট আকারের। প্রত্যেক মন্দিরেই দুইটী করিয়া পাথরের শিব সংস্থাপিত; এগুলি দেখিতে যেন ঠিক কামানের গোলা মধ্যে কাটিয়া পাশাপাশি স্থাপিত।" (কলস শীর্ষকছবির ১নং ছবি দেখ) প্রাগুক্ত গুণবতী মহিলা উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা পরিব্রাজিকা। তিনি ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনেকস্থলে বহুতর সতী মন্দির প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে অনেকগুলির ছবি অঙ্কিত করিয়া, নিজ ভ্রমণ-কাহিনীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে, তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত কতিপয় চিত্রের প্রতিরূপ দেওয়া গেল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রয়াগের নিকট আলোপীবাগ নামক স্থানে, গঙ্গাতীরে আম্র বাগানের মধ্যে, ভবানী

সতী-মন্দির—কাশিমবাজার

Photo by Maharajkumar of Cossimbazar.

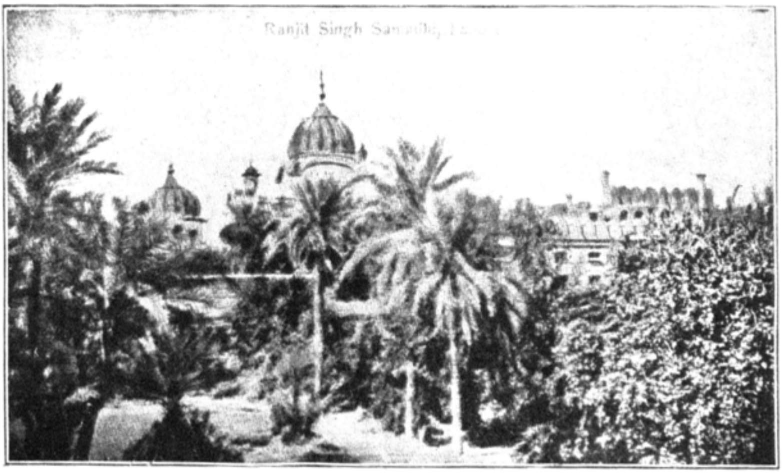

রণজিৎ সিংহের সমাধি—লাহোর

মন্দিরের পার্শ্বে তিনি যথাক্রমে ৬টী ও ৭টী সতী-মন্দির দেখিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৭টী ইষ্টক নির্ম্মিত ও অবশিষ্টগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছিল। প্রত্যেকটীতে সতী ভস্মাবশেষ রক্ষিত ছিল, ও প্রত্যেকের মস্তকে কলস ছিল। এই কলসগুলির গঠন প্রণালী নানা রকমের ছিল, সমস্তগুলিই গ্রাম্য কুম্ভকার কর্ত্তৃক মৃত্তিকা নির্ম্মিত * ও পোয়ানে পোড়ান। ইহার কতকগুলি এক চূড়া ও কতকগুলি পাঁচ চূড়া বিশিষ্ট ছিল। কোন কোনটীতে সতী ও পতি উভয়ের কাল্পনিক প্রতিমূর্ত্তি ও চন্দ্রদেবের মূর্ত্তি খোদিত, (কলস শীর্ষক ছবির ৪ ও ৫ নং ছবি দেখ) যেন স্বর্গে চন্দ্রালোকে উভয়ে একত্রে স্বর্গভোগ করিতেছেন এইরূপ ধারনায় অঙ্কিত। কোনও কোনও কলস রাজ মুকুটের আকারে গঠিত, মধ্যে ফাঁক; সেই ফাঁক কম্বটী হইতে পাঁচটী গো শৃঙ্গের আকারে মাটীর শৃঙ্গ বাহির হইয়া উহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। (৮ নং ছবি দেখ) এগুলি কলসে কাঁচা অবস্থায় সংযুক্ত করিয়া পরে কলস পোড়ান হইয়াছে। এই কলসগুলি সাধারণতঃ উচ্চে ১০ই ইঞ্চি এবং ইহার মধ্যস্থলের বেড় ৬ ইঞ্চি ও তল দেশের বেড় ৬ ইঞ্চিপরিমাণ ছিল। কয়েকটী কলসের গঠন খুব জাঁকাল রকমের; এগুলি টুপিওয়ালা কলস বলিয়া প্রসিদ্ধ। (২ ও ৭নং ছবি দেখ) ১৮৩৫ অব্দে ১৬ই আগষ্ট তারিখে যখন তাঁহার বজরা, এলাহবাদ হইতে কনৌজের পথে গঙ্গা যোগে মাইগাঙ্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি একটী সুউচ্চ সতী

* কুম্ভকারগণ এই সকল প্রস্তুত করিতে একবার মাত্র মেহনতানা প্রাপ্ত হইত) তৎপরে, উহা যে কারণে যত বারই ভগ্ন হউক না কেন, বিনা মজুরীতে মেরামত বা নুতন দিয়া ভগ্নস্থান পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য ছিল। ইহাই তদানীন্তন প্রথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

স্তুপের * পাদদেশে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সতী মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার গাজীপুরের পথে বক্সার হইতে ৮ মাইল উত্তরে বীরপুর নামক স্থানে কর্ম্মনাশা নদীর উভয় পার্শ্বে সতীস্তুপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

এইরূপ সতী-স্মৃতি রক্ষার বর্ণনা বহু গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়; বাহুল্য ভয়ে এখানে একজনের বর্ণনা মাত্র উদ্ধৃত হইল। এই সকল সতী মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ ব্যতীত, গ্রাম, জলাশয় বা রাজ পথাদির নামের পূর্ব্বে সতী শব্দ যোগ করিয়া দিয়া সতী স্মৃতি-রক্ষা করার আর এক প্রথা দৃষ্ট হয়। এখনও কানপুরের গঙ্গাতীরের "সতীঘাট", † মুরসিদাবাদের প্রসিদ্ধ চৌরাস্তা "সতী চৌরা", বৈদ্যনাথের "সতী তালাও", দারবঙ্গের বাঘমতী তীরস্থ "সতী আড়া" এবং বাঙ্গালার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত "সতী-নগর", "সতীগ্রাম", "ছ-সতী," ও দুই-সতীন," "পঞ্চকন্যা" নামা গ্রাম ও নগরাদি, স্বীয় নামের সহিত সেই লুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় করুণ কাহিনীর ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে।

সাধারণতঃ দরিদ্রের ঘরের সতীদাহে নিম্ন লিখিত রূপ ব্যয় পড়িত,‡—

---

* সতী স্মৃতি রক্ষার্থ স্তুপ নির্ম্মাণ প্রথাও বহুস্থলে প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি মানভূম জেলার বহুস্থানে বহু সতী-স্তুপ বিদ্যমান আছে। ঐ গুলি, তথায় "আগুন খাগির ঢিবী" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

† কানপুরের এই ঘাটে সিপাহী বিদ্রোহকালে সিপাহীগণ ইংরাজদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল, তাই তদবধি ঐ ঘাট তদবস্থায় মহামান্য ব্রিটিশ রাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কানপুরগামী ব্যক্তি মাত্রেরই এই ঘাট দেখা উচিত।

‡ উপরোক্ত খরচের বিবরণটী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগষ্ট তারিখে কটকে সংঘটিত একটী সতীদাহ ঘটনা হইতে "Sutte's cry to Britain" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

সতীর খরচ	ঘৃত		৩৲
	ওড়ন পাড়ন বস্ত্র		১৲
	সতীর পরিধেয় বস্ত্র ১ জোড়া ...		২৷৹
	কাষ্ঠ		৩৲
	পুরোহিত		৩৲
	সতীর কোন ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য দান ...		১৲
	তণ্ডুল		৶৹
	সুপারি		৴১৹
	পুষ্প		৶৹
	কর্পূর		৶৹
	সিদ্ধি		।৹
	হরিদ্রা		৶৹
	চন্দন, ধূপ, নারিকেল ইত্যাদি ...		৶৫
	বেহারা		।৶৹
	ঢুলি		৷৹
	নাপ্তিনী		।৹
	তবলদার		৶৹
			১৫।৶১৫

ইহার কমে আর কোনও রূপেই সতীদাহ হইত না। এইরূপ, সতীদাহের শ্রাদ্ধের খরচও ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা পড়িত। ধনীর পক্ষে খরচের পরিমাণ নির্দ্ধারিত ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা তিনি তেমনি খরচ করিতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, পুরোহিতের দক্ষিণাই ২০০৲ টাকা*

* Vide Suttee' cry to Britain. p. 25.

বা ৬০০্ হইতে ৭৫০্ টাকা পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। * এ ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারের খরচের পরিমাণ মনে মনে কল্পনা করাই ভাল।

* Vide Continental India by Massie M. L. I. A. Vol II pp 175—177.

অনুমরণ পদ্ধতি

সাধারণতঃ সহমরণকালে নিম্নলিখিতরূপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইত-

বিধি

পুত্রাদি অধিকারী কর্ত্তৃক স্বকীয় বেদোক্ত বিধি পূর্ব্বক অগ্নি প্রদত্ত হইলে কৃতস্নানা সাধ্বী পত্নী উদঙ্মুখী বা পূর্ব্বমুখী হইয়া বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া, হস্তে কুশ দিয়া আচমণ পূর্ব্বক কুশ, তিল, জল গ্রহণ করিবেন, ও উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ "ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর তিনি নারায়ণ স্মরণ করিয়া নমোহদ্য, অমুকে মাসি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। সঙ্কল্প বাক্যার্থ-

---

পুত্রাদিনা স্বগৃহ্যোক্তবিধিনা অগ্নৌদত্তে ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতায়াং সহগন্ত্রী সাধ্বী স্নাতা পরিহিত বাসোযুগ্মা কুশহস্তা প্রাঙ্মুখী উদঙ্মুখী বা দৈবতীর্থেনা চান্তা তিল জল কুশত্রয় মাদায় ওঁ তৎসদিতি ব্রাহ্মনৈরুচ্চারিতে নারায়ণং সংস্মৃত্য নমোহদ্যামুকে মাসি অমুথে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অরুন্ধতি সমাচারত্ব পূর্ব্বক স্বর্গলোক মহীয়মানত্ব মাতৃ পিতৃ শ্বশুর কুলত্রয় পূতত্ব চতুর্দ্দশেন্দ্রাবছিন্ন কালাধিকরণকাপ্স রোগণস্তূয়মানত্ব পতি সহিত ক্রীড়মানত্ব ব্রহ্মঘ্ন কৃতঘ্ন মিত্রঘ্ন পতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে। অনুমরণেতু ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণ মিত্যত্র জ্বলদগ্নি প্রবেশেন ভত্রানুমরণমিতি সংকল্প্য।

আজ এই মাসে এই তিথিতে এই পক্ষে আমি অমুকা দেবী অরুন্ধতী অর্থাৎ বশিষ্ঠ পত্নীর * সম্যগাচার প্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বর্গলোকে পূজনীয়তা ও মনুষ্যের গাত্রস্থ লোম সমসংখ্যকবর্ষ স্বর্গবাস তথা ভর্ত্তার সহিত আনন্দ কামনা, ও পিতৃ মাতৃ শ্বশুর কুলের পবিত্রতা, ও চতুর্দশ ইন্দ্রের কাল পরিমিত কাল অপ্সরাগন কর্তৃক স্তূয়মানতা, পতিসহ ক্রীড়া এবং ব্রহ্মঘ্ন ও কৃতঘ্ন ও মিত্র হত্যাকারী পতির পবিত্রতা কামনা করিয়া এই জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করি। অনুমরণ স্থলে ভর্ত্তার অনুমরণ করি, এই সঙ্কল্প করিবে। দেবগণকে এই

---

* অরুন্ধতি পূর্ব্ব জন্মে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস কন্যা ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল সন্ধ্যা। তিনি পতিব্রতা গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইতে ও জগতের হিতের জন্য বাল্যে যাহাতে জীব কামমোহিত না হয় তাহারই নিমিত্ত কঠোর বিষ্ণু উপাসনা করিয়া তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সেই দেহ ত্যাগ করেন ও চন্দ্রভাগা নদী তীরে মেধাতিথি মুনির যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূতা হয়েন; তখন তাঁহার নাম হয় অরুন্ধতী। ব্রহ্মার উপদেশানুযায়ী মহর্ষি মেধাতিথি কন্যার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে নারীধর্ম্ম শিক্ষার্থ তাঁহাকে প্রথমে সূর্য্য মণ্ডলে সাবিত্রীর নিকট পরে মানস পর্ব্বতে সাবিত্রী, বহুলা, গায়ত্রী, সরস্বতী ও দ্রুপদা প্রমুখ পঞ্চ সতীর সমীপে রাখিয়া আসেন। এখানে পঞ্চ সতীর পুণ্য আদর্শ অরুন্ধতী যোষাদ্ধর্ম্ম সম্যক শিক্ষা করেন। এইখানে মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ও উভয়ে উভয়কে আত্মসমর্পণ করেন। পরে মেধাতিথির আদেশক্রমে ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সম্মতি ও উপস্থিতিতে যথারীতি উভয়ের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর বরবধূ সপ্তর্ষী মণ্ডলে চলিয়া যান। লোকে বলে কায়ানুবর্ত্তীনী ছায়ার ন্যায় অদ্যাপি অরুন্ধতী স্বামীর সহিত তথায় বাস করিতেছেন, তাই, বিবাহকালে কুশণ্ডিকার সময়ে বর নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাইয়া বলিয়া থাকেন "ওঁ অরুন্ধত্যারুন্ধাহমস্মি।" বহু পুরাণে অরুন্ধতীর আখ্যান বিবৃত হইলেও প্রধানতঃ কালিকাপুরাণেই অরুন্ধতীর পুণ্য আখ্যান বিশদভাবে বিবৃত আছে।

মন্ত্রে সাক্ষী করিবে,—হে অষ্টলোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়াধিষ্ঠাতৃ অন্তর্যামী নারায়ণ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম্ম তোমরা সাক্ষী হও আমি জ্বলচ্চিতা আরোহণ দ্বারা পতি শরীরের অনুগমন করি। এই প্রার্থনা করিয়া চিতাগ্নি তিনবার প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক একটী ঋগবেদ মন্ত্র ও একটি পৌরাণিক মন্ত্র শ্রবণ করিয়া জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিবে। ঋগ্বেদ মন্ত্রার্থ,—অবিধবা, পাপশূন্যা, অলঙ্কৃতা, অশ্রুরহিতা সাধ্বী এই নারী জ্বলদগ্নিতে প্রবেশ করুক। পৌরাণিক মন্ত্রার্থ—এই পতিব্রতা, পবিত্রা, সাধ্বী ভর্ত্তৃ শরীরের সহিত অগ্নি প্রবেশ করুক। ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্র পাঠ করিলে সতী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্ট চিত্তে অগ্নি প্রবেশ করিতেন।

যে নারী মোহ প্রযুক্ত চিতাভ্রষ্ট হইত তাহার একটি প্রাজাপত্যব্রত

অষ্টৌলোকপালা আদিত্য চন্দ্রানিলাগ্ন্যাকাশ ভূমি জল হৃদয়াবস্থিতান্তর্য্যামি, পুরুষ যম দিন রাত্রি সন্ধ্যা ধর্ম্মাযূয়ং সাক্ষিণো ভবতাজ্বলচ্চিতারোহনেন ভর্ত্তৃশরীরানুগমন মহং করিষ্যে ইতি। অনুমরণেতু ভর্ত্তৃশরীরানুগমন মিত্যত্র ভর্ত্রনুমরণমিতি চোচ্চার্য্য চিতাগ্নিং ত্রিঃ প্রদক্ষিণী কৃত্য। ওঁ ইমানারীরবিধবা সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু অনশ্রয়ো অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্নে ইতি ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রে ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়োযাযাঃ সুশোভনাঃ। সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুমিতি পৌরাণিকি মন্ত্রে চ ব্রাহ্মণেনশ্রাবিতে পশ্চান্নমোনম ইত্যুচ্চার্য্য জ্বলচ্চিতাং সমারোহৎ।

চিতাভ্রষ্টায়াঃ প্রায়শ্চিত্তং

যথা আপস্তম্বঃ। চিতিভ্রষ্টা তু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ। ইত্যনেন চিতাভ্রষ্টায়াঃ প্রাজাপত্য ব্রতং করনীয়ং। তদশক্তৌ ধেনুবেকাদেয়া তত্রাপ্যশক্তৌ ত্রিকাষ্যাপনীদেয়া। দক্ষিণা চ যথা শক্তি ইতি।

প্রাজাপত্যমাহ মনুঃ। ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহমদ্যাদযাচিতং ত্র্যহং পরস্তনাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যঞ্চরন্দ্বিজঃ।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কৃত "শুদ্ধি-তত্ত্বম" দ্রষ্টব্য

করিলেই শুদ্ধি হইত। ইহাতে অক্ষম হইলে যথাশক্তি দক্ষিণক একটি ধেনু দান করিতে হইত, তাহাতেও অশক্ত হইলে তিন কাহন কড়ি দান করিলেই চলিত। প্রাজাপত্য ব্রতের বিধান এই ;—"তিন দিন দিবায় খাইবে, তিন দিন রাত্রে খাইবে, তিন দিন অযাচিতান্ন খাইবে, তিন দিন কিছুই খাইবে না। এই বার দিন সাধ্যব্রত।"

চিতাভ্রষ্টার প্রায়শ্চিত্ত

মোহ বশতঃ চিতাভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প করিয়া শেষে চিতাগ্নি দেখিয়া বিচলিত হইলে, তাহার সদ্গতি লাভ হইত না। পরন্তু সেই স্ত্রীর স্বামীর সহিত স্বর্গ প্রাপ্তি না হইয়া প্রেতযোনী প্রাপ্তি বা ডাকিনী হইতে হইত, ইহাই লোকের বিশ্বাস ছিল। এ সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ ও গল্প প্রচলিত আছে তন্মধ্যে এখানে একটির উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

"হুগলী জেলার ত্রিবেনী ঘাটের উত্তর দিকে যে শ্মশান আছে তাহা মহাশ্মশান। এইখানে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এক বীভৎস ঘটনার অভিনয় হইয়াছিল। যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছে তাহাদের মধ্যে এখনও অনেক লোক জীবিত আছে। রাত্রি দুই প্রহরের পর ত্রিবেনী মড়া ঘাট হইতে একটা প্রবল ঝড় উঠিত ও সেই ঝড়টা বরাবর উত্তর দিকে গহরপুর হইয়া কন্দপাড়ার দিকে এমন কি নসারাই পর্য্যন্ত যাইত। ঝড়ের ভিতর আবার একটা বিকট চীৎকার শুনা যাইত। ঐ চীৎকারটী একটা কঠোর কর্কশ বীভৎস গেঁঙানির মত ঈঁ ঈঁ ঈঁ শব্দে আরম্ভ ও মর্ম্মভেদী বাপ্ বাপ্ বাপ্ শব্দে শেষ। কখনও স্পষ্ট ইহাও শুনা যাইত "পুড়ে মলাম পতি পেলাম না বাপ্।" লোকে ভয়ে সশঙ্কিত, সন্ধ্যার পর ও রাস্তা চলা লোকে একেবারে ছাড়িয়া

পুড়ে মলাম পতি পেলাম না

সতী প্রস্তর

কলিকাতা মিউজিয়াম হইতে সংগৃহীত

দিয়াছিল। যে কেহ ঐ দ্রুতগামী ঝড়ের নিকটেও পড়িত তাহার দফা নিকাশ। একেবারে নানা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িত। লোকে ভয়ে ঘরের বাহির হইয়া মাঠে শৌচাচার পর্য্যন্ত করিত না। এইরূপে দিন যায়, ক্রমে শ্যামা পূজা আসিয়া পড়িল। গহরপুরে মজুমদারদের বাড়ী শ্যামা পূজা। রাত্রী ১১টার সময় সহসা একটা খ্যাচাখ্যাং খ্যাচাখ্যাং শব্দ হইতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপের লোক ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল যে এ আবার কি শব্দ। এমন সময় শব্দ ক্রমে নিকটে আসিল প্রাঙ্গনে আসিল, লোকে সভয়ে দেখিল একজন অঘোর-পন্থী সন্ন্যাসী। গলায় মহাশঙ্খের মালা, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষ, হস্তে নরকপাল, কোমরে শিকল, শিকলে গাঁথা একখানি কোশা লজ্জা নিবারণ করিতেছে। লোকে চিনিতে পারিল যে তিনি ত্রিবেনীর শ্মশানে কয়েক দিন আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী আসিয়া দেবীমূর্ত্তী দর্শনে হাঃ হাঃ করিয়া হাস্য করিলেন ও প্রণাম করিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ও নরকপাল পাতিয়া কারণ চাহিলেন। কারণ প্রদত্ত হইলে দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া পান করিলেন। তখন পুরোহিত সন্ন্যাসীকে কাতর বচনে আপনাদের ভয়ের কথা নিবেদন করিলেন। বলিলেন আপনি যদি প্রতিকার করেন তবেই আমরা রক্ষা পাই। সন্ন্যাসী বলিলেন "এখনই আমি যাইতেছি দেখি ব্যাপারটা কি, আমিও শব্দটী শুনিয়াছি কিন্তু মনোযোগ দিই নাই।" সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে সেই ঝড় উঠিল ও সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার উঠিল। হু হু করিয়া ঝড় আসিতে আসিতে মজুমদারের ঘাটে আসিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। লোকে বুঝিল ইহা সন্ন্যাসীর কার্য্য। অর্দ্ধঘণ্টা পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "আর তোমাদের ভয় নাই, আর ঝড় উঠিবেনা আর শব্দও হইবে না। তবে তোমাদের উহার জন্য গয়ায়

পিণ্ড দিতে হইবে। আমি তাহাকে দাঁড় করাইয়াছিলাম দেখিলাম সে এক ডাকিনী। এই থানে কোথা তারাগুণ গ্রাম আছে সেইখানে তাহার বাস ছিল। তাহার পতির সহিত সহমৃতা হইতে আসিয়াছিল। শেষ মূহুর্ত্তে কিন্তু তাহার সাহসে কুলায় নাই। কিন্তু তখন আর কি হইবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাহার অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়াছিল বলিয়া প্রেতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবী ডাকিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সে এই কথা বলিতেছিল "পুড়ে মলাম পতি পেলাম না বাপ।" পূর্ণ ইচ্ছায় সহমরণে না যাইলে পরলোকে স্বীয় স্বামীর সহিত দেখা হয় না। তাহার নাম আমাকে বলিয়াছে তোমরা আমার নিকট গোপনে নামটি জানিয়া সত্বর গয়ায় পিণ্ড দিয়া তাহার উদ্ধার সাধন কর।" সন্ন্যাসী এই বলিয়া পুনরায় কারণ করিয়া স্বস্থানে মহাশ্মশানে চলিয়া গেলেন।" *

গর্ভবতী ও বালক পুত্রার সহমরণাদি নিষিদ্ধ। বালক পুত্রার যদি কেহ ঐ বালকের পালনাদির ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে বালক পুত্রাও সহমরণাদি করিবে। ব্রাহ্মণীর সহমরণ ভিন্ন অনুমরণ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অপরের সহমরণ ও অনুমরণ শাস্ত্র সিদ্ধ। রজস্বলা স্ত্রীর তৃতীয় দিনে স্বামী মরিলে একদিন ঐ মৃত পতিকে রাখিয়া তাহার সহমরণ করিতে পারিবে এবং একদিন মাত্র গম্যপথে পতি মরিলে ঐ ব্যবস্থা।

বিধান

বহু পত্নীক পতির মরণে জ্যেষ্ঠা বা কনিষ্ঠার মধ্যে যাহার যাহার সহমরণে ইচ্ছা হইবে সেই সেই যাইতে পারিবে। ইহাতে জেষ্ঠ্যাদি ক্রম

* পূর্ণিমা একাদশবর্ষ ২০৫—২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

নাই ইহাই শাস্ত্রের বিধান ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইত না। *

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলেও উভয়ের পৃথক শ্রাদ্ধ বিহিত। একত্র শ্রাদ্ধ হইবে না।

শুদ্ধি-তত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিধান বিবৃত আছে, বাহুল্য ভয়ে কতিপয় প্রধান বিষয় মাত্র এখানে বর্ণিত হইল।

গর্ভবতী বালক পুত্রাদি ব্যতিরিক্তানাং ব্রাহ্মণী ভিন্ন সকল ভার্য্যাণাং সহমরণানুমরণয়োরধিকারঃ। ব্রাহ্মণীনাং সহমরণাধিকারঃ নত্বনুমরণ ইতি।

রজস্বলায়া স্তৃতীয়েঽহ্নি ভর্ত্তরি মৃতে তৎসহ গমনায় একরাত্র মাত্র মপি মৃত পতি স্থাপয়েৎ। দিনৈক মাত্র গম্যদেশে ভর্ত্তৃমরণে সাধ্যাঃ সহমরণায় মৃতং তৎস্বামিনং ন দহেৎ। যথা ব্যাসঃ,—দিনৈকগম্য দেশস্থা সাধ্বীচেৎকৃত নিশ্চয়া ন দহেৎ স্বামিনং তস্যাঃ যাবদাগমনং ভবেৎ। এবং অপরঞ্চ,—বালাপত্যায়াঃ স্ত্রীয়া অন্যতশ্চেৎ বালারক্ষণং স্যাৎ তস্যাঽপি সহমরণানুমরণয়োরাধিকারঃ। বহুপত্নীকস্যপত্যুমরণে সহমরণানুমরণে কৃত নিশ্চয়া যা যা স্তাঃ সর্ব্বা এব সহ মরণানুমরণং কুর্য্যারিতি। নাত্র জ্যেষ্ঠাদি ক্রম ইতি।

* শাস্ত্রে জ্যেষ্ঠাদিক্রমে সহমৃতা হইবার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও লোকাচারে উহা নানা দেশে নানারূপ দাঁড়াইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শী অন্ধকূপহত্যার নায়ক সুবিখ্যাত Mr. Holwell তাঁহার Historical Events নামক পুস্তকের part II p 88 তে এ সম্বন্ধে তদানীন্তন চলিত এই প্রথা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"The first wife has it in her choice to burn but is not permitted to declare her resolution before 24 hours after the decease of her husband if she refuses the right devolves to the second—if either after the expiration of 24 hours publicly declared before Brahmins and witnesses their resolution to burn, they cannot then retract.

দুইটী ঐতিহাসিক সতীদাহ

আদি-সতী

সতীদাহ সম্বন্ধে কোনও কাহিনী বিবৃত করিতে যাইলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে সেই আদি সতী আদ্যাশক্তি জগজ্জননী দক্ষদুহিতা সতীর কথা ; মনে পড়ে কেমনে পিতার অনাদর উপেক্ষা করিয়া অনিমন্ত্রিত পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হইয়া পিতা কর্ত্তৃক পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া—আদর্শ সতীর সেই আত্মদেহ ত্যাগ। * আর মনে পড়ে সতীর শোকে আদর্শ স্বামী দেব দেব মহাদেবের সেই গভীর শোক ও শোকে আত্মবিস্মৃতি। সর্ব্ব-মঙ্গল-নিদান সেই সদাশিব স্বামীর অমঙ্গল দূরে থাক, সেই মৃত্যুঞ্জয় পতির মৃত্যু আশঙ্কা দূরে থাক, কেবল তাঁহার নিন্দা শ্রবনে এমন আত্মনাশের দৃষ্টান্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিরল। তাই তিনি সতী শিরোমণি আর তাই শোকাতীত ভগবান সর্ব্ব-দর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, পুরাণপুরুষ, দেব-দেব মহাদেব স্বামী, জগৎকে সতীর মাহাত্ম্য

---

* হরিদ্বার—কন্‌খলে যে স্থানে সতী দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানটী অদ্যাপি কুণ্ডাকারে সুরক্ষিত ও প্রত্যহ সতীর স্মৃতিতে এখানে হোম হয়। দক্ষেশ্বর মহাদেব এখানে ভৈরব হইয়া সতীকুণ্ড প্রহরা দিতেছেন। এখানে গঙ্গার নাম নীলধারা।

দেখাইতে, ও সতীর মান বাড়াইতে, সতীদেহ স্কন্ধে পাগল হইয়া বেড়াইয়াছিলেন; নতুবা সদানন্দ শঙ্করে কি শোক সম্ভবে! আর সেই দিন হইতে সেই আদর্শ সতীর আদর্শ পতি-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া জগতে কত লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী সতীর পত্যানুরাগ কত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে সেই অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দুইটী লিপিবদ্ধ হইতেছে।

রাঠোররাজ অজিতসিংহের পত্নীগণের সহমরণ

ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন কিরূপে নৃশংস ঔরঙ্গজেবের আদেশে রাঠোর বীর যশবন্ত সিংহ গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বীর স্বামীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রধানা মহিষী সহমরণের উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু তিনি তখন সাত মাস গর্ভবতী। মারবারের ভাবী উত্তরাধিকারী অজিত তখন তাঁহার গর্ভে, তাই অনেক প্রবোধ দিয়া সকলে তাঁহাকে এই দারুণ সংকল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। তখন রাজার অন্যান্য পত্নীগণ জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া পতির অনুগমন করিলেন। যশবন্তের বিধবা মহিষী যথাকালে একটী পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্রই অজিত নামে আখ্যাত। যশবন্তের জীবদ্দশায় নানারূপে :প্রতিশোধ লইয়াও নৃশংস ঔরঙ্গজেব পরিতুষ্ট হয়েন নাই, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ও পরিবারগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রাঠোর সর্দ্দারগণ আপনাদের জীবন পণ করিয়া রাজপরিবার ও রাজ কুমারকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহু বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া অজিত সিংহ যৌবনে পদার্পণ করিলেন ও শৌর্য্যে বীর্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। তখন ১৭৪৩

সম্বতের প্রারম্ভেই চন্দাবৎ, কুম্পাবৎ, উদাবৎ, মৈরতীয় যোধ, করমসোট ও মরুভূমির অন্যান্য সর্দ্দারেরা আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের অধিপতি স্বীকার করিয়া বহু স্বর্ণ-মুক্তা-মণি ও অশ্বাদি উপহার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। এইরূপে রাঠোরগণ তাহাদের নব ভূপতির অধীনে মিলিত হইয়া বিপুল শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক মুসলমানগণের বিপক্ষে বিপুল বিক্রমে অসি চালনা করিয়া তাহাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিল। বীরপুত্র শক্রজিত অজিত সারাজীবন যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া জন্মভুমি ও স্বজাতির উন্নতি চেষ্টায় অশেষ পরিশ্রম করিলেও তাঁহার শেষ জীবন তাঁহার পুত্রদের জন্য বিষময় হইয়াছিল। এমন কি তাঁহাকে শেষে তাঁহার অভয়সিংহ নামক এক পুত্রের নিযুক্ত গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে জীবন দিতে হইয়াছিল। "সূর্য্য প্রকাশ" নামক গ্রন্থে জনৈক সম সাময়িক রাঠোর কবি অজিতের মৃত্যু ও তদীয় পত্নীগণের সহগমণের বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ;—

১৭৮০ সম্বতের শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশ দিবসে মরুক্ষেত্রের অষ্ট সামন্তের অধীনস্থ সপ্তদশ সহস্র রাঠোর সৈন্য তাঁহাদিগের পরলোক গত অধিনায়ক অজিতের শবাধারের * নিকট সমবেত হইলেন ও সকলে সেই রাজদেহ সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কবি কিরূপে এই মর্ম্মন্তুদ শোকাবহ ঘটনা বিবৃত করিবে ? অন্তঃপুর রক্ষী নাজির রাও-লার রাজঅন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক "রাও সিদাও" বলিয়া আহ্বান করিবা-মাত্র প্রধানা মহিষী চৌহানী রাজ্ঞী ষোড়শ জন সহচরীর সহিত তথায় আসিয়া বলিলেন, "আজি আমার আনন্দের দিন, আজি আমার বংশ

---

* বৈতরণী নদী পার হইবার জন্যই রাজপুতগণ তরীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যানে মৃতদেহ বহন করেন।

সমুজ্জল হইবে; যাঁহার সহিত একত্রে সারাজীবন অতিবাহিত করিয়াছি আজি তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমনে এই পৃথিবীতে থাকিব"? পতিগত প্রাণা সাধ্বী ভট্টিনী মহিষী দেব দেব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আমি মহাহর্ষে আমার প্রাণনাথের অনুগামিনী হইতে যাইতেছি, প্রভো! তোমার চরণে শরণ লইলাম যেন আমার সতীধর্ম্ম রক্ষা হয়।" দেববলের রাজনন্দিনী মৃগবতী, নিষ্কলঙ্কা বংশীয়া ভুষার মহিষী, সৌরাণী এবং শিখাবতী মহিষী মহাহর্ষে পতির অনুগামিনী হইবার অভিপ্রায়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই ছয় জন রাণীর হৃদয়ে একবারও মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল না। ইঁহারা সকলেই মহারাজের অনুরাগিনী প্রধানা ও প্রিয়তমা ছিলেন। ইঁহাদিগের ন্যায় মহারাজের আরও অষ্টপঞ্চাশৎ ভার্য্যা পতি-চিতানলে তনুত্যাগ বাসনা করিলেন। তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন, "এ সুযোগ জীবনে ত আর আসিবে না, যদি আজ আমরা পতির অনু-গমন না করি, একদিন না, একদিন ব্যাধি আসিয়া আমাদিগকে কবলিত করিবে, তখন শয্যায় শয়ন করিয়া প্রাণ হারাইব। যখন সমস্ত জীবই যমের ভক্ষ্য এবং আমাদেরও যখন তাহার করালগ্রাস হইতে নিস্তার পাইবার উপায়ান্তর নাই,—তখন কেন আমরা প্রভুসঙ্গ হারাইব? এই ঘোর কলির ক্রীড়াভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।" ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ও গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিয়া ভট্টিনী মহিষী বলিলেন, "নারীর পতি বিনা জীবন ধারণ বৃথা।" মহিষীগণ এইরূপে পতির সহগমন কামনা প্রকাশ করিলে নাজির নাথু বাষ্প-গদ-গদ কণ্ঠে রাণীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেবীগণ সহগমন বড় সুখকর নহে, আপনারা জানেন চন্দনকাষ্ঠ অতি শীতল কিন্তু যখন উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তখন আর তা'র সে মূর্ত্তি থাকে না, তখন সেই অসহনীয় উত্তাপে কি আপনারা আপনাদিগের এই সঙ্কল্প অব্যাহত রাখিতে পারি-

বেন ? যখন সেই ভীষণ অগ্নি শিখায় আপনাদিগের কোমলাঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকিবে, দারুণ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তখন হয়ত ; আপনারা চিতাভ্রষ্টা হইয়া পড়িবেন ; তখন আপনাদিগের কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনারা সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাই বলি মা ! আপনারা এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।" অন্তঃপুর রক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহিষীগণ বলিলেন, "অখিল ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি কিন্তু প্রাণ-পতিকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

অনন্তর মহিষীগণ যথাবিহিত স্নান সমাপন পূর্ব্বক অতুলনীয়া বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া মৃত মহারাজের চরণে জন্মের মত প্রণিপাত করিলেন। মন্ত্রীবর্গ, কবিবৃন্দ এবং পুরোহিতগণ প্রধানা রাজমহিষী চোহান রাজনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি এই দারুণ সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত হউন, রাজকুমার অভয় ও ভক্তকে মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, আপনি সাধু ; দরিদ্র ও অনাথগণের পালয়িত্রী আপনি আমাদের সকলের এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া রাজ্যের হিত সাধন করুন।" এই কথায় রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "এই জীবন অলীক ছায়া সদৃশ, ইহা কেবল দুঃখের আগার মাত্র। আপনাদের মিনতি করিতেছি আপনারা আর আমাদের সহমরণে বাধা প্রদান করিবেন না। প্রাণ-পতির সহিত জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করি৷ আমরা এই দুঃখময় জীবনের অবসান করিব।" তখন আর কেহ দ্বিরুক্তি করিল না, চারিদিকে মহারোলে শোকবাদ্য বাজিয়া উঠিল। মহারাজ অজিতের মৃতদেহ লইয়া সকলে শ্মশান অভিমুখে গমন করিলেন। অবিরত হরিধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। বর্ষাকালীন বারি ধারার ন্যায় দীন দুঃখীকে অর্থরাশি বিতরিত হইতে লাগিল। মহিষীগণের বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

স্বর্গ হইতে সতী শিরোমণি উমাদেবী রাজমহিষীগণের উপর করুণা কটাক্ষপাত করিলেন, এবং তাঁহাদিগের সেই অতুলনীয় পতিভক্তির পুরস্কার স্বরূপ দেবী এই বর দিলেন যে তাঁহারা জন্ম জন্মান্তরে অজিতকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হন। তখন নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, তুলা, ঘৃত এবং কর্পূর দ্বারা সুসজ্জিত চিতার উপর রাজার মৃতদেহ স্থাপনা করিয়া অগ্নি সংযোগ করা হইল। চিতাধূমরাশি গগনস্পর্শ করিল। সমবেত জনসঙ্ঘ "থামান, থামান" (উত্তম, উত্তম) বলিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দেব কন্যাগণ যেমন মানস সরোবরে অবগাহন করেন, মহিষীগণও সেইরূপ সেই জলন্ত অনলে দেহ ঢালিয়া দিলেন। তাঁহারা এইরূপে পতির অনুগমন করিয়া স্ব স্ব বংশ পবিত্র করিলেন। স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভি নিনাদ করিলেন, ধন্য, ধন্য অজিত! তুমি স্বধর্ম্মের সম্মানবৃদ্ধি ও অসুর দিগকে পরাভব করিয়াছ, এইরূপে সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, গঙ্গা এবং গোমতী সকলে একত্র হইয়া সেই সাধ্বী মহিষীগণকে বরণ করিয়া লইলেন! এইরূপে ৪৫ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন মর্ত্ত্যধামে অবস্থান করিয়া মহারাণা অজিত অমরপুরে প্রস্থান করিলেন।

রণজিৎসিংহের রাণীগণের সহমরণ *

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর পঞ্জাব পরিদর্শনে আগমন করিলে পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ অমৃতসরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত এক মহাদরবার আহ্বান করেন। ঐ দরবার শেষ হইতে না হইতে রণজিৎ নিদারুণ পক্ষাঘাত রোগে

* Vide History of the Punjab vol II pp. 161—170

শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং লাহোরের প্রাসাদে আনীত হয়েন। এই কালে তাঁহার বাকশক্তি রহিত হইয়া যায়, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ফকির আজেজ উদ্দিন দিবারাত্র তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া ইঙ্গিতে প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে তাঁহার বিশাল রাজ্যের সমস্ত সংবাদ অবগত করিতেন। তখন পঞ্জাবের অতি সঙ্কটজনক অবস্থা, আফগানীস্থান ও বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া পঞ্জাব তখন শশব্যস্ত; কিন্তু অপ্রতিহতগতি কাল তখন রণজিতের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, তখন তাঁহার অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন যে দিনের মধ্যে দুই একবার তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চারপাই হইতে ভূমিতে নামাইয়া দেওয়া হইতেছে; আবার সে ভাব দূর হইলে পুনরায় তাঁহাকে রত্ন খচিত চারপাইতে উঠাইয়া রাখা হইতেছে। তখন অনন্যগতি হইয়া বৃটীশ রাজের নিকট হইতে ভারতের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ষ্টিলকে পাঞ্জাবে আনাইয়া তাঁহার হস্তে চিকিৎসা ভার অর্পিত হইল কিন্তু তিনি রোগী পরীক্ষা করিয়া আর কোন আশা নাই বলিয়া জবাব দিলেন। যখন রণজিৎ এই সংবাদ জানিতে পারিলেন, তখন যেমন করিয়া হউক আর কয়েকটা দিন বাঁচিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তখন দৈবকার্য্য সন্ন্যাসী, ফকীর প্রভৃতির উপর দৃষ্টি পড়িল; দেখিতে দেখিতে রাজবাড়ী সন্ন্যাসী, ফকীরে ভরিয়া গেল। রাজ্যস্থ প্রতি দেবালয়ে কল্যাণকর স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল এবং রাজবাড়ীতে ছত্র খুলিয়া গরীব দুঃখীকে অজস্র অর্থ, বস্ত্র ও অন্নদান করা হইতে লাগিল। এত দিন সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে ও আপনার অমিত পরাক্রমে রণজিৎ যে অগাধ ধন সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাজ ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছিলেন এক্ষণে অকাতরে উহা বিতরিত হইতে লাগিল। এই বিতরণ ব্যাপারে জাতি বিচার বা সম্প্রদায় ভেদ বিচার করা হইল না। হিন্দু,

নানক পন্থী, ব্রাহ্মণ, শুদ্র সকলকে সমভাবে দেওয়া হইতে লাগিল। গয়ার বিষ্ণু মন্দির, পুরীর জগন্নাথ দেব, ও অমৃতসরের শিখ পূজ্য স্বর্ণমন্দির সমভাবে সমপরিমাণে ঐ দান প্রাপ্ত হইল। যতই তিনি বুঝিতে লাগিলেন যে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী ততই তাঁহার মুক্ত হস্তে দানের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শত শত ধর্ম্ম মন্দির ও মঠে শত শত জায়গীর প্রদত্ত হইল; অন্য কথা কি তাঁহার প্রাণপ্রতিম অশ্ব, গজাদি, মণি মুক্তা খচিত সাজসজ্জা সমেত বিতরিত হইল। শত শত উৎকৃষ্ট গাভী স্বর্ণবিমণ্ডিত শৃঙ্গ হইয়া দান হইয়া গেল। সুবর্ণখট্টা মণি-মুক্তা খচিত আস্তরণ সহিত দেবোদ্দেশে অর্পিত হইতে লাগিল। প্রার্থনা, আর কয়টা দিন তাঁহার প্রাণ রক্ষা করা। রাজকোষ শূন্য করিয়া মণি মুক্তা সকল এমন কি সেদিনও তিনি বৃটিশ রাজের নিকট হইতে সন্ধিসূত্রে যে সকল মণিমুক্তা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সকল অমূল্য রত্নরাজি আর কয়েক মুহূর্ত্ত জীবনের আশায় বিতরিত হইল। এইরূপে কল্পনাতীত অপরিমেয় অর্থ ধর্ম্মোদ্দেশে ব্যয়িত হইতে লাগিল। একমাত্র তাঁহার মৃত্যুদিনের দানের পরিমাণ কিঞ্চিদধিক ১৫ কোটী টাকা; ঐ দিন জীবন রক্ষার শেষ চেষ্টা স্বরূপ মৃত্যুর দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি জগদ্বিখ্যাত অমূল্য রত্ন কোহিনুর জগন্নাথদেবকে দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু এইবার তাঁহার পুত্র ও অমাত্যগণ আসিয়া বাধা দিল। সমগ্র ভারতের রাজস্ব একত্র করিয়াও যে অমূল্য রত্ন ক্রয় করা যায় না তাহা এইরূপে দান করা তাঁহারা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তাই তাঁহারা তাঁহার এই শেষ আদেশ রক্ষা করিলেন না। যাহা হউক অতঃপর ঐ দিন (২৭ জুন ১৮৩৯খ্রীঃ) কয়েক বার মূর্চ্ছিত হইয়া পরিশেষে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রাজ্যের ও রাজধানী রক্ষার উপযুক্ত বন্দবস্ত করা

হইয়াছিল, ততক্ষণ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ কুমার খড়্গসিংহ, ও দেওয়ান দীন সিং ও জমদার খোশাল সিংএর আদেশে গোপন রাখা হইয়াছিল। মহারাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াই মৃত্যুর সাতদিন পূর্ব্বে ২০শে জুন রাত্রিকালে এক দরবার আহ্বান পূর্ব্বক কুমার খড়্গ সিংকে যুবরাজ পদে ও দীন সিংকে দেওয়ান পদে বরণ করা হইয়াছিল। এক্ষণে ২৮শে জুন পঞ্জাব রাজ্য প্রবেশের সমস্ত পথ ও ঘাট সুরক্ষিত ও রাজধানীতে যথোপযুক্ত সৈন্য সমাবেশ করিয়া মহারাজার মৃত্যু ও খড়্গসিংএর রাজ্য প্রাপ্তি ও দীন সিংএর দেওয়ানী প্রাপ্তি ঘোষণা করা হইল। এই সময় দীন সিং এক অভিনব আচরণ দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত করিলেন; তিনি মহারাজের মৃতদেহের সহিত সহমৃত হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। পরে বহু কষ্টে সমস্ত সর্দ্দার ও নবীন মহারাজ তাঁহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাজের কুন্দন, হিন্দারি, রাজকুমারী ও বায়াস্তালী প্রমুখ চারিজন মহিষী * সহমরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার আয়োজনের আদেশ দিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। মৃত্যুর পরদিন মহারাজের মৃতদেহ গঙ্গাজলে ধৌত করিয়া রত্ন খচিত সুবর্ণ খট্টায় শায়িত করিয়া অতুলনীয় জাঁকজমকের সহিত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সতী রাণীগণ অমূল্য মণি-মাণিক্য খচিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া, স্থির ও গম্ভীর ভাবে ব্রাহ্মণ ও শিখপুরোহিতগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ধীর পদ বিক্ষেপে শবানুগমন করিলেন। শ্মশানে উপস্থিত

---

* ইহাদের দুই জনের বয়স ১৬ বৎসরের অধিক নহে ও তাঁহাদের ন্যায় সুন্দরী তখন ভারতে ছিল না।

হইয়া চিতারোহণের পূর্ব্বে প্রধানা মহিষী রাণী কুন্দন, দীন সিংএর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মৃত মহারাজের বক্ষে স্থাপন করতঃ তাঁহাকে শপথ করাইয়া লইলেন যে তিনি কখন খড়্গাসিং বা তাঁহার পুত্র নৌনেহাল সিংকে পরিত্যাগ করিবেন না এবং পাঞ্জাবের স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি খড়্গাসিংকেও ঐরূপে দীন সিংএর অনুগত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া প্রসন্ন মুখে যাইয়া চিতারোহণ করিলেন, এবং মৃত মহারাজের মস্তক নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া স্থির ভাবে উপবেশন করিলেন। তখন অন্য তিন রাণী, পাঁচ জন ক্রীতদাসী * সমেত প্রসন্ন মুখে ঐ রাজদেহ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে খড়্গা সিং ব্রাহ্মণগণের আদেশে ঐ চন্দনচিতায় অগ্নি সংযোগ করিলেন। ‡ তখন সমবেত অসংখ্য সৈন্য ও জনতা এবং উপস্থিত একশত ইংরাজ অফিসারের মধ্যে একটা বিস্ময়ের ভাব বহিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চিতানল ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল ও জীবিত ও মৃতকে এক সঙ্গে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। জীবিতের কাহারও মুখে একটু কষ্টজনিত শব্দ উচ্চারিত বা ক্লেশ ব্যঞ্জক ভঙ্গিমা প্রকাশিত হইল না। এই সময়ে খড়্গা সিং পুনরায় ঐ প্রজ্জলিত চিতায় লম্ফ প্রদানে উদ্যত হইলে সকলে তাঁহাকে ধরিয়া নিরস্ত করিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে ঠিক ঐ সময়ে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ কোথা হইতে আসিয়া ঠিক ঐ চিতার উপর কয়েক ফোঁটা বারি বর্ষণ করিয়া এই করুণ দৃশ্যে স্বভাবের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া গেল।

চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে চিতার সমস্ত ভস্ম একত্র করিয়া এক স্তুব

---

* কেহ কেহ বলেন ৭ জন।

‡ কেহ কেহ বলেন রাণী কুন্দন স্বয়ং অগ্নি দিয়াছিলেন।

শিবিকায় স্থাপন পূর্ব্বক অদৃষ্টপূর্ব্ব জাঁকজমকের সহিত গঙ্গাতীরে নীত হইল ও তাহার কতকাংশ খড়্গা সিং কর্ত্তৃক গঙ্গা সলিলে সমর্পিত হইল ও কতকাংশ লাহোরে এক প্রকাণ্ড মন্দিরে রক্ষিত হইল।

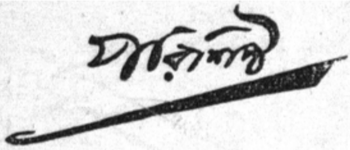

Regulation XVII of 1829.

1. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revlolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindus as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practies is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindus themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success and the Governor-General-in-Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General-in-Council without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as

that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity, has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout territories immediatly subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by the criminal courts.

First. All Zemindars, Talukdars or other proprietors of land whether malguzari or lakhiraj, all sadar farmers and under-renters of land of every description, all dependent Talukdars, all Naijs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards and all Mandals or other Headmen of the Villages are here by declared especially acountable for the immediate communication to the officers of the nearest Ploice Station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any Zemindar or other description of persons, above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnsih the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrte or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of paymeut to be confinea for any period of imprisonment not exceeding six monthes.

Second. Immediaty on receiving intelligence, that the sacrifice declared illegal by this Regulation, is likely to occur, the Police Daragha shall either repair in person to the spot or depute his Muharrir or Jamadar accompanied by one or more Barkandaz of the Hindu religion and it shall be the duty of the police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal and to endeavour to prevail on them to disperse explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and

become subject to punishment by the criminal courts. Should the parties assembled proceed in defiance of those remonstrances to carry the ceremony into effect it shall be the duty of the police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to agistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of sacrifice declared illegal by this Regulationn, or reach the Police officers untill after it shall have actually taken place or should the sacrifice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless i nstitute a full enquiry in to the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Majistrate to whom they may be subordinate.

Inscription on the Pedestrian statue of

Lord William Bentinck erected on the Calcutta Maidan.

To William Cavendish Bentinck, who during seven years ruled India with eminent prodence integrity and benevolence who placed at the head of the great empire, never laid aside the simplicity and moderation of a private citizen, who infused into oriental despotism the spirit of British freedom, who never forgot that the end of Government is the welfare of the governed; who abolished cruel rites; who effaced humiliating distinctions, who allowed liberty to the expression of public opinion, whose constant study it was to elevate the moral and intellectual character of the nation commited to his charge this monument was erected by men, who differing from each other in race, in

manners, in language and in religion cherish with equal veneration and gratitude the memory of his wise, upright and paternal administration. Calcutta the 4th February, 1835.

RESUME

The abolition of the rites of sati (i. e. the burning alive of widows on the funeral pyeres of their deceased husbands) is perhaps the boldest of all the social reforms inaugurated by the enlightened British Raj since India has passed under the benign influence of its administration. From time immemorial this custom had undoubtedly done havoc among Hindu widows young as well as aged, the extent of which it is hardly possible to estimate. Prolonged warfare the great destroyer of social equilibrium, plague and pestilence, extensive floods, volcanic eruptions, fearful earthquakes or such other visitations of God as decimate a whole country cannot, it is feared, do so much lasting injury to human society as has been the result of the prevalence of sati. The British Raj has really earned the gratitude of the Hindu community by stampting out this shocking rite.

A careful perusal of the past history in connection with this rite will show, beyond all questions, that this was never enjoined as a part of the religious life of the Hindus but was only a custom that had like many others crept slowly into there social life. The religious life of a Hindu is a series of rites performed from day to day according to the injunctions of the Shastras. Thus sati which had the appearance of a Shastric rite soon got hold of the soft and pious heart of a Hindu. Once introduced into a Hindu family, it had every facility for being handed down from generation to generation as the bounden duty of a pious Hindu widow. In fact history shows that the nonobservance of this rite in a respectable family came in time to be regarded as a mishap or misfortune in

that family. The celebration of this rite by a widow in one Hindu homestead was followed by another in the same or in a neighbouring locality and thus like a fearfully contagious disease found its way from village to village and from one part of the country to another. Fortunately, however, it did not find a place in every Hindu family, but notwithstanding the stray cases that used to be celebrated in a year in the different parts of the country amounted to no mean figure.

Traces of this pernicious custom are to be found even in the remote Vedic age but the Vedas give no account of an actual celebration. The same applies to the age of the Ramayana. The Mahabharata, the great Sanskrit epic, has however innumerable instances of the actual performance of the rite. In fact, the bereaved consorts of Sree-Krishna—the living incarnation of God—says the Mahabharata, had their lives sacrificed on burning pyres after their Great husband had cast off his earthly abode. Manu, the great Hindu law-giver, does not enjoin nor does he make any mention of this unhuman rite; abstinance only is prescribed for widows. Less eminent lawgivers speak well of this ritual and mention it as a permissable or desirable rite to be perfomed by pious widows. They do not however prescribe it as the last duty of woman towards her deceased husband, as was generally supposed to be the case. Roghunandan known as the Manu of Bengal, was the first to prescribe it as the best and the most important duty of a Hindu widow. This must account for the comparatively warm reception given to it by the naturally softer people of Bengale.

The accounts of eminent writers who witnessed the actual performaace of the rite show that in a majority of the instanc es widows cheerfully mounted the funeral pyres of their husbands and burnt to death while absorbed in the thoughts of their departed husbands whom they were wont to revere almost as the living incarnation of diety. Very rare exceptions were noticed here and there and it must be admitted, that there were

instances in which culpable homicide was committed in the name of Sati. Although such instances were rare they stood at no mean figure at the end of the year. They have all been recorded in this compilation from the writings of e e witneses.

যা শ্রুত্বা পতিনিন্দনং পিতৃমুখাৎ দেহং জহৌ লীলয়া
যা ব্যাপ্তাখিল লোককায় সকলা সাধ্যো যতো নির্গতাঃ,
যস্যাং যান্তিলয়ং বিশুদ্ধচরিতাঃ সংসেব্য কান্তং চিরং
তাংনত্বা কুমুদো যথামতি সতীদাহং গমে মল্লিকঃ।

বেদাগ্নি প্রমিতে বয়ঃ পরিমিতে বৈশাখমাসে ময়া
বানাগ্নীভশশিপ্রমে শকপতেরব্দে প্ররব্ধোহিয়ং,
কুম্ভেতেন গজাক্ষিমে গুরুদিনেহসৌ পূর্ণিমায়াং তিথৌ
সত্যাঃ পাদযুগে সমাপ্তক সতীদাহোহধুনা স্থাপ্যতে॥